এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ আদালতের নির্দেশ মেনেই ছটপুজোয় বন্ধ রবীন্দ্র সরোবর
পর্যটনে অনলাইন বুকিং সহজ করতে চালু হচ্ছে রাজ্যের নতুন ওয়েবসাইট ৩

কলকাতা ১৫ নভেম্বর ২০২৬ ২৮ কার্তিক ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.11.2026, Vol. 20 Issue No. 153, 8 Pages, Price 3.00

তারুণ্যের পাক-বধে মোহিত বিশ্ব

ভারত ফের এশিয়াসেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। আর বাইশ গজে পড়শি দেশের মুখোমুখি হওয়া মানেই নীল জার্সির দাদাগিরি। আর সেই লড়াই যদি হয় এশিয়া কাপের ফাইনালে, তা হলে রোমাঞ্চের পারদ যে কোন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, শনিবার তারই সাক্ষী থাকল ক্রিকেটবিশ্ব। শেষ উইকেট পর্যন্ত লড়াই। কখনও জয়ের আশা, কখনও পরাজয়ের আশঙ্কা। অবশেষে অসম্ভবকে সম্ভব করে পাকিস্তানকে এক উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৩৯ রান তুলে পাকিস্তানের দেওয়া ৩৩৮ রানের লক্ষ্য টপকে যায় লক্ষ্য রায়চান্দানির দল।

প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান তোলে ৩৩৭ রান। উসমান খানের দুরন্ত ১০৭, আবদুল কাদিরের ৮০ এবং ফারহান ইউসুফের ৬৩ রানের ইনিংস ভারতীয় বোলারদের কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে। ভারতের হয়ে কাব্য পরেশ প্যাটেল ৬৮ রানে চারটি এবং চিগুরুপতি ভেঙ্কট ৪০ রানে তিনটি উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই লড়াই চালায় ভারত। কিন্তু মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় হঠাৎই ম্যাচের রাশ চলে যায় পাকিস্তানের হাতে। একের পর এক উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ভারত। সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও ধারাবাহিকতার পরিচয় দেন আর্যবীর সেহওয়াগ। ৬১ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলে দলের লড়াই জিইয়ে রাখেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ছিল ছটি চার। তবে এদিনও ব্যর্থ হয়েছেন রাহুল দ্রাবিড় পুত্র অনভয়।

সব মিলিয়ে ফাইনালের আসল নায়ক মোহিত উলভা। শেষ দিকে মাত্র ২৬ বলে ৪৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি। চারটি চার ও তিনটি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস ভারতকে জয়ের স্বপ্ন দেখায়। শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল আট রান, হাতে মাত্র একটি উইকেট। সেখানেও বিচলিত হননি মোহিত। শেষ বলে চার মেরে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করেন।

গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের কাছে তিন উইকেটে হারের যন্ত্রণা ফাইনালে জয়ে পরিণত করল ভারত। এই নিয়ে নবমবার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল ভারত। হার না মানা মানসিকতা আর শেষ পর্যন্ত লড়াই করার সাহসই এদিন চ্যাম্পিয়ন করল তরুণদের।

প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

■ **পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে জয়লাভের পর এক্স-এ পোস্ট করে ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অসাধারণ একটি দিন। আজকের চমৎকার পারফরম্যান্স এবং পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৬ জয়ের জন্য আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। তাদের সাফল্য অনেক তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে। আগামী দিনের প্রচেষ্টার জন্য দলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভকামনা।'**



রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল জিতিয়ে সতীর্থদের কাঁধে মোহিত।



শনিবার দইঘাটে ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা।

ভবানীপুর থানায় হাজিরা অভিষেকের

শুক্রে আবার গিরিশ পার্কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের তলব; কোনও তদন্তই তিনি এড়িয়ে যাননি এবং ভবিষ্যতেও যাবেন না। শনিবার ভবানীপুর থানায় হাজিরা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে আগামী ২০ নভেম্বর গিরিশ পার্ক থানার তলবেও হাজিরা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে নারদা মামলার প্রসঙ্গ টেনে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানান তৃণমূল নেতা।



ভবানীপুর থানা থেকে বেরিয়ে অভিষেক বলেন, তদন্তকারী সংস্থা বা পুলিশের ডাকে তিনি বরাবরই সাড়া দিয়েছেন। আইন ও তদন্ত প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর দাবি, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরেই তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করা হচ্ছে এবং প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তবে তাতে তিনি পিছিয়ে যাবেন না বলেও স্পষ্ট করেন।

অভিষেক বলেন, আগামী ২০ নভেম্বর গিরিশ পার্ক থানার নোটিস অনুযায়ী তিনি হাজিরা দেবেন। তাঁর কথায়, তদন্তে সহযোগিতা করা তাঁর দায়িত্ব। অতীতেও তিনি তা করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সরাসরি আক্রমণ করেন অভিষেক।

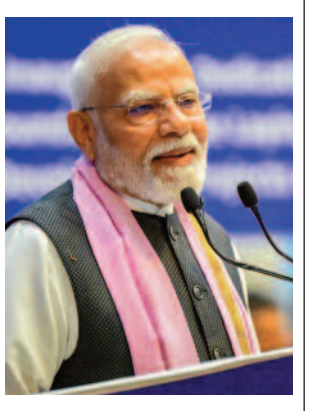
নেহরুর জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর: দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ১৩৭ তম জন্মজয়ন্তী। শনিবার তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি নেহরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দেশ গঠনে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরলেন রাষ্ট্রনেতারা।

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে এক্স হ্যান্ডলে মাত্র একলাইনে একটি বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লেখেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।' প্রধানমন্ত্রী মাত্র একলাইনে তাঁকে স্মরণ করলেও নেহরুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশ গঠনের কাজে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নানা অবদান স্মরণ করেন তিনি।

এক্স হ্যান্ডলে তিনি বার্তা দিয়েছেন, 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নেতৃত্ব দেশগঠনে কঠিন কাজে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছে।'

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পাশাপাশি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। এক্স



হ্যান্ডলে এক পোস্টে তিনি লেখেন, 'ভারতরত্ন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকীতে জানাই সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর কাছে স্বাধীনতা কোনও চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল না, বরং ছিল জাতির এক নতুন যাত্রার সূচনা। 'স্বরাজ' মানে কেবল ক্ষমতা দখল করা নয়, এর অর্থ ছিল প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং জাতির ভবিষ্যতের প্রতি সম্মিলিত দায়িত্ববোধ। তাঁর কাছে ভারত ছিল এক আবিষ্কার-এমন এক ধারণা, যার মূলে রয়েছে বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ করা, গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা এবং সমতাকে ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রগতিশীল ও আত্মবিশ্বাসী ভারতের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

পুলিশি হেপাজতে ধরমবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগরে তরুণী অঞ্জলি সাউ খুনে ধৃত মূল অভিযুক্ত ধরমবীর কুমার। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়। শনিবার ধৃতকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দশদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনলাইন গেম 'পাবজি' খেলার সূত্র ধরে অঞ্জলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের কানপুরের বাসিন্দা ধরমবীর কুমারের।

পরবর্তীতে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, গত ৮ নভেম্বর ধৃত ধরমবীর হাওড়ায় আসে এবং দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী একটি গেস্ট হাউসে সে আশ্রয় নেয়। গত ১০ নভেম্বর বরানগর শীতলামাতা লেনের লেকপল্লীতে অঞ্জলির দিদির ফাঁকা ফ্ল্যাটে আসে অভিযুক্ত। সেখানেই অঞ্জলিকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। খুনের পর মৃতার মোবাইল ফোন এবং সোনার গয়না নিয়ে হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে পালিয়ে যায়। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন এবং সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে গত ১২ নভেম্বর রাতে দিল্লির আনন্দ বিহার স্টেশন চত্বর থেকে ধরমবীরকে তদন্তকারীরা গ্রেপ্তার করেছে। অনলাইন গেমিংয়ের টাকা নিয়ে বিবাদ নাকি সম্পর্কের টানাপোড়নে এই ঘটনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

হাসিনাকে ফেরতে জোড়া শর্ত দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর: প্রায় দু'বছর আগে বাংলাদেশ সেনার যুদ্ধবিমানে করে ভারতে চলে এসেছিলেন শেখ হাসিনা। এ বার তিনি ঘোষণা করেছেন, চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই দেশে ফিরতে চান। এই নিয়ে ভারত কোনও মন্তব্য করেনি। তবে বিবিসি বাংলার রিপোর্ট বলছে, আশ্রয়দানকারী দেশ ভারতের সম্মতি ছাড়া এই ঘোষণা তিনি করেননি। তাদের রিপোর্টে আরও দাবি, হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার জন্য তারেক রহমানের সরকারকে দু'টি শর্ত দিয়েছে নয়াদিল্লি। সেই শর্তের মাধ্যমে হাসিনার সুবিচার এবং নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে চেয়েছে ভারত সরকার। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনটি লিখেছে বিবিসি বাংলা।

ভারত হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য যে দু'টি শর্ত দিয়েছে বলে বিবিসির দাবি, তা সবিস্তার ভাবে লেখাও হয়েছে প্রতিবেদনে। এক, শেখ হাসিনা যে ভাবে বাংলাদেশের সেনার যুদ্ধবিমানে ভারতে এসেছিলেন, সে ভাবেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোক। নয়াদিল্লিতে ঢাকা বিমান পাঠাতে পারে। নয়তো স্থলপথে সীমান্ত থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে পারে। দুই, হাসিনা যাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আবেদন করার সুযোগ পান এবং জুলাই আন্দোলন নিয়ে নতুন করে যাতে বিচার শুরু হয়, ঢাকাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিবিসি বাংলাকে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক বলেছেন, 'আমরা জেনেবুঝে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য ঠেলে দিতে পারি না। বরং, তিনি যাতে নতুন করে সুষ্ঠু বিচারের সুযোগ পান, তা নিশ্চিত করতে চাইব।' যদিও সেই আধিকারিকের নাম জানানো হয়নি প্রতিবেদনে। ওই সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই দুই শর্ত নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে ঢাকার সঙ্গে আলোচনা চলছে নয়াদিল্লির।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে দুই দেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তা নিয়ে ভারতীয় সেনার এক কর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'বাংলাদেশে আমাদের হাই কমিশনারের দিল্লিতে এসে সেনাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার এমনিতে কোনও কারণ নেই, যদি না বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও কারণ তৈরি হয়ে থাকে।' এক সেনাকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, 'দেশে ফিরে গেলে শেখ হাসিনার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা যাতে ঝুঁকির মুখে না পড়ে, এটাও তো ভারত নিশ্চিত করতে চাইবে।'



ঘনাচ্ছে দুর্যোগ, সোমবারই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের আমেজ গায়ে মাখতে না মাখতেই ফের দুর্যোগের ভ্রুকুটি বঙ্গোপসাগরে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি ইতিমধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করে শনিবার সকালে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) জানিয়েছে, এই নিম্নচাপটি বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ আজ এটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে সোমবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা নাগাদ দক্ষিণ-মধ্য এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নেবে। তবে এই সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় ঠিক কোন উপকূলে আছড়ে পড়বে, তা নিয়ে এখনই চূড়ান্ত কিছু জানায়নি হাওয়া অফিস। তবে আবহবিদদের প্রাথমিক অনুমান, আগামী ১৮ থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোবে। এর প্রাথমিক অভিমুখ দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে থাকলেও, উপকূলের কাছাকাছি এসে এটি দিক পরিবর্তন করে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ নাকি বাংলাদেশের দিকে বাঁক নেবে, সেদিকেই এখন তাঁরা কড়া নজর রাখছেন।



তবে এই ঘূর্ণাবর্তর জেরে রাজ্যে ঠিক কবে থেকে আবহাওয়ার বদল ঘটবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এই প্রসঙ্গে হাওয়া অফিসের এক আধিকারিক জানান, 'আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকলেও জলীয় বাষ্প ঢোকার কারণে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে এবং শীতের আমেজ কিছুটা কমবে।' আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী বুধবার (১৮ নভেম্বর) রাত থেকে শুক্রবার (২০ নভেম্বর) পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় আবহাওয়ার অবনতি হবে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

কুম্ভের আদলে গঙ্গাসাগর মেলা, এআই নজরদারি থেকে ১৬টি নতুন জেটি, প্রস্তুতি শুরু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গঙ্গাসাগর মেলাকে দেশের অন্যতম আধুনিক ও সুশৃঙ্খল তীর্থসমাবেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে। কুম্ভমেলার আদলে পরিকাঠামো, নিরাপত্তা এবং যাত্রী পরিষেবা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই শনিবার সাগরদ্বীপে গিয়ে মেলা প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের একটি দল মেলা প্রাঙ্গণ, ফেরিঘাট এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিদর্শন করে। মুখ্যসচিব এদিন কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন এলাকা, মেলা প্রাঙ্গণ এবং বিভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শৌচাগার, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং মেলা প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পরিদর্শনের পর মুখ্যসচিব জানান, ২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকের মাধ্যমে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। মেলার পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি দেশ-বিদেশ থেকে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম সামাল দিতে এবার কচুবেড়িয়া এবং লট নম্বর ৮ ফেরিঘাটে সাত থেকে আটটি করে নতুন জেটি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ফেরি পরিষেবার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। নিরাপত্তা



ব্যবস্থাকে মজবুত রাখতে মেলা প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত নজরদারি ক্যামেরা বসানো হবে। কোনও এলাকায় অতিরিক্ত ভিড় জমলেই সেই তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কন্ট্রোল রুমে পৌঁছে যাবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প পথে পুণ্যার্থীদের সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রযুক্তি পদপিষ্ট হওয়ার মতো দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটাই কমাবে এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এবার মেলায় একাধিক নতুন পরিষেবারও পরিকল্পনা রয়েছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালুর ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক তীর্থনিবাস নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কপিলমুনি মন্দির থেকে সাগর সৈকত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

পরিবহণ ব্যবস্থাতেও বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ৪০টি নতুন ভলভো বাস আনছে। পুরী-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় গন্তব্যে এই বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর কথায়, বাঙালি পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পুরী রুটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি তারকেশ্বর- পুরী, পুরী-শিলিগুড়ি, তারকেশ্বর-শিলিগুড়ি এবং কলকাতা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে এই বিলাসবহুল বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারি বাস পরিষেবাকে ধাপে ধাপে সংযুক্ত করে একটি সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে যাওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। তার আগেই সমস্ত প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির প্রস্তুতি যাচাই করতেই মুখ্যসচিবের এই সফর। প্রশাসনের লক্ষ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব কাজ শেষ করে ২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে আরও নিরাপদ, আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের তীর্থসমাবেশ হিসেবে গড়ে তোলা।



ছটপুজো উপলক্ষে শ্যামপুকুর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বস্ত্র, পুজো সামগ্রী বিতরণ করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।



নতুন বাজার অঞ্চলে গুপ্তা পরিবারের ছটপুজোর খান্না পুজো চলছে।
ছবি: অদিতি সাহা



খিদিরপুর বাজারে ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের বাজার চলছে।

শিশুদের হাতে-কলমে বিজ্ঞানের পাঠ, শিশুদিবসে সায়েন্স সিটিতে দিনভর উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিশু দিবস উপলক্ষে শিশুদের কাছে আনন্দের সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার বার্তা পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতার সায়েন্স সিটি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস (এনসিএসএম)-এর এই প্রতিষ্ঠান শনিবার দিনভর আয়োজন করল বিজ্ঞানভিত্তিক একাধিক শিক্ষামূলক ও ইন্টারঅ্যাকটিভ কর্মসূচির। 'আনন্দের সঙ্গে বিজ্ঞান শেখা'—এই ভাবনাকেই সামনে রেখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেয় শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা।



দিনভর কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'মেক অ্যান্ড প্লে সায়েন্স টয় মেকিং ওয়ার্কশপ'। সেখানে দৈনন্দিন ব্যবহার্য সাধারণ উপকরণ দিয়ে ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক খেলনা তৈরি করে বিজ্ঞানের মৌলিক ধারনা শেখানো হয় শিশুদের। কর্মশালায় 'স্টিল টু মুভি', 'ক্যালাইডোস্কোপ' এবং 'টাইটানিক হর্ন' নামে তিনটি মডেল তৈরি করে আলো, দৃশ্যভ্রম, শব্দ ও পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারনা পায় অংশগ্রহণকারীরা। পাশাপাশি ছিল 'গেম জোন' প্রদর্শনী। বিভিন্ন ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রদর্শনীর মাধ্যমে খেলতে খেলতেই বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ পায় পড়ুয়ারা। আয়োজন করা হয় 'ওপেন হাউস সায়েন্স কুইজ'-এরও। সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিত বুদ্ধি, কৌতূহল এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যাচাই করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সায়েন্স সিটির অধিকর্তা প্রমোদ গ্রোভার বলেন, শিশুদের শেখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল আনন্দ, কৌতূহল এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার সমন্বয়। তাঁর কথায়, বিজ্ঞানকে কঠিন বিষয় হিসেবে না দেখে খেলাধুলা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আবিষ্কারের আনন্দের মাধ্যমে শিশুদের সামনে তুলে ধরাই সায়েন্স সিটির লক্ষ্য। এই ধরনের উদ্যোগ শিশুদের সৃজনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি চারপাশের পৃথিবীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার আগ্রহও তৈরি করে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন স্কুল পড়ুয়া অংশ নেয়। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, অভিভাবক এবং বহু দর্শনার্থী। বিজ্ঞানভিত্তিক খেলনা তৈরি, গেম জোনে অংশগ্রহণ এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় শিশুদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনভর প্রাণবন্ত পরিবেশে বিজ্ঞানের নানা বিষয় শেখার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল খুদে অংশগ্রহণকারীরা।

সায়েন্স সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় করে তুলতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন চলবে। প্রদর্শনী, কর্মশালা, বিজ্ঞান বক্তৃতা এবং জনসংযোগমূলক নানা উদ্যোগের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য।

সীমান্ত থানার আইসিদের নিয়ে গোপন রিপোর্ট তলব নবান্নের, সততা ও দক্ষতা খতিয়ে দেখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন থানাগুলির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের (আইসি) সততা, দক্ষতা এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা নিয়ে গোপন মূল্যায়ন রিপোর্ট তলব করল নবান্ন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পুলিশ সুপারদের কাছ থেকে এই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুরের মধ্যেই ওই রিপোর্ট নবান্নে জমা পরার কথা বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

নবান্ন সূত্রের দাবি, বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই দেখা হচ্ছে। সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ধরনের দুর্বলতা বা অভ্যন্তরীণ গাফিলতি যাতে না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং উত্তরবঙ্গের 'চিকেন নেক' করিডরের কৌশলগত গুরুত্বের কথা মাথায় রেখেই এই মূল্যায়নের উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিকবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই প্রেক্ষাপটেই সীমান্তবর্তী থানাগুলির নেতৃত্বের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখার উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।

শুক্রবার রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) অজয় রানাডে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির পুলিশ সুপারদের কাছে এই গোপন রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। নির্দেশে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট আইসিদের সততা, দায়িত্ব পালনের মান, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ মূল্যায়ন পাঠাতে হবে।

যে জেলাগুলির কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে, সেগুলি হল আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বসিরহাট এবং বনগাঁ। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে আগামী দিনে সীমান্তবর্তী থানাগুলিতে দায়িত্ব বণ্টন, বদলি কিংবা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ফলে এই গোপন রিপোর্ট রাজ্য পুলিশের প্রশাসনিক কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ির ঘাটগুলিতে ছটপুজোয় কড়া নিরাপত্তা, পরিদর্শনে গিয়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ



নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: আসন্ন ছট পুজো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। এই উদ্দেশ্যে শনিবার সকালে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শহরের অন্যতম প্রধান লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট পরিদর্শন করে সেখানকার সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রস্তুতির খোঁজখবর নেন। পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উর্ধ্বতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী ঘাটগুলিতে পুণ্যার্থীদের সুযোগ-সুবিধা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলোর বন্দোবস্ত এবং সুরক্ষার মানদণ্ডগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি, যেখানেই অতিরিক্ত সংস্কার বা ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ স্পষ্ট জানান, পুজো চলাকালীন কোনো পুণ্যার্থীকে যাতে সামান্যতম অসুবিধা না হয়, সেটাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। সার্বিক ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করতে চলতি বছর শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সমস্ত ছট পুজো কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার বা ডেটাবেস প্রস্তুত করা হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি পুজো আয়োজনের স্থলের সমস্ত বিবরণ নথিভুক্ত থাকবে।

এর সঙ্গেই পুজো আয়োজকদের উদ্দেশে শব্দদূষণ রোধে কঠোর বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন, ছটপুজোর নামে কোনো অবস্থাতেই ডিজে বা অতিরিক্ত শব্দযুক্ত উচ্চ আওয়াজের বাজি ফাটানো বরদাস্ত করা হবে না। নিয়ম মেনে উৎসবের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত কমিটির কাছে জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ছটপুজো উপলক্ষে প্রতি বছর শিলিগুড়ির বিভিন্ন নদী ঘাটে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর ঢল নামে।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মিলল কোচবিহারের ঐতিহাসিক সাগরদিঘিতে ছটপুজোর অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহাসিক সাগরদিঘি চত্বরে ছটপুজো আয়োজন সংক্রান্ত দীর্ঘ আইনি জটিলতা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। কলকাতা হাইকোর্টের সবুজ সংকেতে এবছরও সেখানে মহাসমারোহে ছটপুজো করার অনুমতি মিলেছে। আদালতের এই রায়ের পর স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায় ও পুজো আয়োজকদের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের জোয়ার বইছে। শনিবার সকালে এই রায় সামনে আসার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) পক্ষ থেকে কোচবিহারে একটি বিশেষ প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুজো আয়োজকরা জানান, এর আগে ২০২৪ সালেও সাগরদিঘিতে ছটপুজো করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেবারও আদালতের হস্তক্ষেপেই পুজো সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং বিগত দুই বছর ধরে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবেই এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। তবে চলতি বছরে পুনরায় প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। এই সমস্যার সুরাহা করতে আয়োজকরা প্রথমে জেলাশাসকের দপ্তর এবং পরবর্তীতে কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকেও কোনো স্থায়ী সমাধান না মেলায় বাধ্য হয়ে আয়োজকদের ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। শেষপর্যন্ত উচ্চ আদালত পুজো করার অনুমতি দেওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁরা।

এদিনের প্রেস কনফারেন্সে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা নেতৃত্ব অভিযোগ করেন যে, একশ্রেণির মানুষের কথিত 'সেকুলার মানসিকতা'-র কারণে হরিজন সমাজকে তাঁদের মৌলিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য বারবার অযথা হেনস্তা ও বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। যাবতীয় জল্পনা ও আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে হাইকোর্ট ছট পুজোর অনুমতি দেওয়ায় আদালতের এই রায়কে 'ন্যায়ের জয়' বলেই অভিহিত করেছেন আয়োজক ও সমাজপতিরা।

রসগোল্লা দিবসে শিলিগুড়িতে বিলি ২০ হাজারেরও বেশি রসগোল্লা, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও মিলবে বাংলার মিষ্টির স্বাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও বিশ্বখ্যাত মিষ্টি রসগোল্লার জনপ্রিয়তা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে শনিবার শিলিগুড়িতে উদ্যাপিত হল 'রসগোল্লা দিবস'। এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে শহরের সেবক মোড়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে 'শিলিগুড়ি সুইটস শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে পথচারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি রসগোল্লা বিতরণ করা হয়।



এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি নিজে হাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে রসগোল্লা বিলি করেন এবং বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির স্বাদও গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, রসগোল্লা তাঁর অন্যতম প্রিয় মিষ্টি। বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাবার ও মিষ্টান্নকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র এবং ট্যুরিজম হাবগুলিতে রসগোল্লাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে ও এর প্রচার বাড়ানো হবে। এই লক্ষ্যে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি সুইটস শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিজয় ধর জানান, বাংলার রসগোল্লা জিআই ট্যাগ পাওয়ার ঐতিহাসিক সাফল্য এবং এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখতেই প্রতি বছর রসগোল্লা দিবস পালন করা হয়। বাংলার এই চিরন্তন মিষ্টির পরিচিতিকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়াই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **GITA DEY** W/O Late Dilip Kumar Dey residing at 56, Old Calcutta Road, Sukanta Pally, P.O.- Talpukur, P.S.- Titagarh, Dist.- 24 Pgs (N), Kolkata-700123 do hereby declare that I have changed my name from GITA DEY to GITA SINHA and henceforth I shall be known as GITA SINHA in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Barrackpore on 13.11.2026. GITA SINHA and GITA DEY both are same and one identical person.

Change of Name

I, **M MANGA @ M MAHALAXMI** W/o Mailapalli Nageshwar Rao, R/o at 36 Para, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur - 721301, W.B. shall henceforth be known as **MAILAPALLI MAHALAXMI** vide affidavit No.- 14321, dated 13/11/2026 as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur. **M MANGA, M MAHALAXMI** and **MAILAPALLI MAHALAXMI** both are same and identical person

Change of Name

I, **SANTOSH JENA** S/o Dukhabandhu Jena residing at Vill.- Amba Paschim (Jagai), P.O.- Shyamraipur, P.S.- Kharagpur (L), Dist.: Paschim Medinipur - 721301 and Permanent resident of Kurumitha, P.O. -Hatura, P.S. -Hindol, Dist. - Dhenkanal, Odisha- 759020 shall henceforth be known as **SANTOSH KUMAR JENA** as declared before the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st class), at Kharagpur vide affidavit no. - 14286, Dated - 12/11/2026. **SANTOSH JENA** and **SANTOSH KUMAR JENA** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Taruchhaya Nandy** S/O Moni Kanta Nandy, resident of 51, Manikpur Eden Park, Dum Dum, P.O- Italgacha, Kolkata- 700079, do hereby declare that I have changed my name from Taruchhaya Nandy to Taruchhaya Nandi and henceforth I shall be known as Taruchhaya Nandi in all purposes, vide affidavit no.28143 sworn before Ld. Chief Judicial Magistrate, District North 24 Pgns at Barasat on 13/11/2026. Taruchhaya Nandi and Taruchhaya Nandy both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **MONI KANTA NANDY** S/O Late Chandra Kanta Nandy residing at 51, Manikpur, Eden Park, P.O.- Italgacha, P.S.- Dum Dum, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN - 700079 do hereby declare vide affidavit serial no. 28144 dated 13.11.2026 before the Ld. Chief Judicial Magistrate, at Barasat that I am commonly known as MONI KANTA NANDY which has been recorded in my PAN Card and some other documents but in my Aadhaar Card, my name has been recorded as Monikanta Nandy and in my Voter Card as Manikanta Nandi. MONI KANTA NANDY, Monikanta Nandy and Manikanta Nandi all are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি অনিমা মূর্মু, স্বামী- শ্রী কমল মূর্মু, সাং ভাতজাঙ্গলা পূর্বপাড়া, পোঃ ভাতজাঙ্গলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইরাব্দী, ২০.১০.২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-12932/22 নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৯০ নং পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা মৌজার R.S ১১৬৫, ১১৬৬, ১৩৯৭, ১১৯৮, ১১৫, ৫৬০, ১১৬৭, ১১৬৮ ও L.R ১৪ নং খতিয়ানে এবং R.S ৫৬৪ নং ও L.R ৯৬০ নং দাগে মোট ০৩.৩০ শতক সম্পত্তি মোঃ সিরাজত আলি ফরাশী, পিতা মৃত আজিবুদ্দিন ফরাশী ওরফে আজিবদ্দিন ফরাশীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। মোঃ সিরাজত আলি ফরাশী উক্ত সম্পত্তি শ্রীমন্যা সাধনা রায়, স্বামী মৃত অরুন রায়-এর নিকট হইতে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-4626/12 নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে ক্রয় করেন। উক্ত সাধনা রায় উক্ত সম্পত্তি কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৮৪/২০০৯, বুক নং-৪ আমমোক্তার দলিলমূলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল তাহার উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই মর্মে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় অহিন মোতাবেক কার্য্য হইবে। মেহা বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সুব্রত সরকার, পিতা- নিরাপদ সরকার, সাং ও পোঃ ভাতজাঙ্গলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইরাব্দী ২৪-০১-২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-794/2024 নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ১০নং পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা মৌজার R.S ১২০৩, L.R ১৬০৫ ও ১৬০৬ নং খতিয়ানে, এবং R.S ৪৩৮ নং খতিয়ানে ও L.R ৬৮২ নং দাগে মোট ০.৭০ শতক সম্পত্তি (১) শ্রী সঞ্জিত পাল, পিতা- শ্রী সন্তোষ পাল এবং (২) শ্রী শংকর সরকার, পিতা- ইন্দুভূষণ সরকারের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত সঞ্জিত পাল ও শংকর সরকার উক্ত সম্পত্তি গত ইরাব্দী ১৬.১০.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহিয়ে ১৩০২-২০২৩ নং ডকুমেন্টে ৬৮৩ হইতে ৬৮৫ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৩৯ নম্বর একরত আমমোক্তার নামা বলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল তাহার উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই মর্মে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় অহিন মোতাবেক কার্য্য হইবে। মেহা বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা শীল, স্বামী-শ্রী দীপক শীল, সাং মহীন্দ্রনাথ ঈশুন রোড (রাজার ফটকির মোড়), চন্দ্রেরপাড়া, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া গত ইং ২৫.০৭.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-7604/2023 নং বিক্রয়কোবলা দলিলমূলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৯১ নং কৃষ্ণনগর মৌজার খতিয়ান নং R.S ৮৩৭৯, L.R ১৪০৬৫ নং, দাগ নং R.S ৬৮১৫ নং, L.R ৯৫৬৯, মোট ৩.৩০ শতক সম্পত্তি শ্রী বাসুদেব নন্দী, পিতা- জগবন্ধু নন্দীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। বাসুদেব নন্দী উক্ত সম্পত্তি গত ইং ৩০.০৫.২০১৯ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত এনং বহিয়া ১৩০২ নং স্লিপ ডকুমেন্ট ২৫৫০ হইতে ২৬০৫ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ১৪৭ নং আমমোক্তারনামা বলে শ্রী অরুনেন্দু নন্দী সিংহের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল তাহার উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় অহিন মোতাবেক কার্য্য হইবে। সাহানুর খোন্দ, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী নিলিমা পাল, স্বামী- শ্রী সুবীর পাল, সাং ও পোঃ ভাতজাঙ্গলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৩, গত ইং ২৫.০৭.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫নং বহিয়ে ১৩০২ নং স্লিপ ডকুমেন্টে ২৫৫০ হইতে ২৬০৫ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ১৪৭ নং আমমোক্তারনামা বলে শ্রী অরুনেন্দু নন্দী সিংহের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল তাহার উক্

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ২০২৬, ২৮ কার্তিক ১৪৩৩, রবিবার

আদালতের নির্দেশ মেনেই ছটপুজোয় বন্ধ রবীন্দ্র সরোবর, ৪৮ ঘণ্টা প্রবেশ নিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ছটপুজোকে কেন্দ্র করে পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই রবীন্দ্র সরোবরের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষ। শনিবার দুপুর ২টো থেকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য সরোবরের ১২টি প্রবেশপথেই বাঁশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)-র তরফে প্রতিটি গেটে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি। ফলে এবছরও রবীন্দ্র সরোবরে ছটপুজো করা যাবে না। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন পরিবেশকর্মী ও প্রাতঃভ্রমণকারীদের সংগঠন। এই বিষয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রবীন্দ্র সরোবরে ছটপুজো বন্ধ আছে। ২০১৭ সালের ১৫ নভেম্বর এনজিটি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে কলকাতা হাইকোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রাখে। এরপর ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টও তাতে সিলমোহর দেয়। এদিন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সরোবরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে সেখানে ছটপুজো-সহ কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। তবে এই বছর ছটপুজোর আগে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, রবীন্দ্র সরোবরে ফের ছটপুজোর অনুমতি দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। তাঁর প্রশ্ন ছিল, ওখানকার মানুষগুলো কোথায় যাবে? মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই আপত্তি জানান পরিবেশপ্রেমীরা। আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন অনেকে। যদিও শেষ পর্যন্ত অবশ্য



সরোবরের ক্ষেত্রে আগের নিয়মই বহাল রাখল কর্তৃপক্ষ। শনিবার দুপুর থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হল সব প্রবেশপথ। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে 'সেভ রবীন্দ্র সরোবর ফোরাম'। এই সংগঠনের প্রতিনিধি সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে ছট অনুষ্ঠান বন্ধ করার দীর্ঘ লড়াইয়ে আমরা জয়ী হয়েছি কোনও ধর্মের বিরোধিতা করে নয়, বরং আইনকে সম্মান করে এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করে। তিনি আরও বলেন, আমাদের আবেদন সব সময়ই ছিল, ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ছট পালন হোক উপযুক্ত বিকল্প জলাশয়ে। কিন্তু সংরক্ষিত পরিবেশ-সংবেদনশীল হ্রদের ভিতরে নয়। যদিও এই আন্দোলনের সময় কিছু ছটভক্তের কাছ থেকে হুমকি পাওয়ার কথাও জানান তিনি। তবে কোনও সংঘাতে না গিয়ে আইনি পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান সোমেন্দ্রমোহন। অন্যদিকে, ছটপুজো উপলক্ষে বিকল্প ব্যবস্থার কথা শুক্রবার জানান অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, ছটপুজোকে ঘিরে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান রেখেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। সেই লক্ষ্য নিয়েই দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় ৫০টি কৃত্রিম ছটঘাট তৈরি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এর ফলে ভক্তরা নিজেদের ধর্মীয় আচার পালন করতে পারবেন, আবার প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির উপরেও চাপ কমবে। তবে রবীন্দ্র সরোবরের জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। কচ্ছপ, সাপ, প্রজাপতি ও পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল সংরক্ষণে পরিবেশবিদ এবং মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান মন্ত্রী। এইক্ষেত্রে জলজ উদ্ভিদ ও মাছের ভূমিকা-সহ সরোবরের সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। যদিও ধর্মীয় উৎসব পালনের সুযোগ বজায় রাখা এবং শহরের পরিবেশ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রাখতেই এবার বিকল্প ঘাটের উপর জোর দিল প্রশাসন। রবীন্দ্র সরোবর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে সরকারের সেই অবস্থানই স্পষ্ট হল বলেই মনে করছেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি।

পর্যটনে অনলাইন বুকিং আরও সহজ করতে ১৭ নভেম্বর চালু হচ্ছে রাজ্যের নতুন ওয়েবসাইট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ঘর বুক করতে গিয়ে আর আগের মতো হয়রানির মুখে পড়তে হবে না পর্যটকদের। এবার রাজ্যের সব সরকারি পর্যটনকেন্দ্রের পাশাপাশি হোমস্টে বুকিংয়ের ব্যবস্থাও এক ছাতার তলায় আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী ১৭ নভেম্বর এই উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যটন দপ্তরের নতুন ওয়েবসাইট চালু হচ্ছে। সেখান থেকেই বাড়িতে বসে সহজে বুকিং করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। শনিবার জলপাইগুড়িতে এক পর্যটন সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। রাজ্যে পর্যটন পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করার পাশাপাশি রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকেও জোর দিচ্ছে নতুন সরকার। এই প্রসঙ্গে এদিন মন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন ক্ষেত্রে ১২,৬৩৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে চলেছে। তাঁর দাবি, মাত্র চার মাসের



উদ্যোগেই এই বিনিয়োগের প্রস্তাব সামনে এসেছে। উত্তরবঙ্গেও পর্যটন পরিকাঠামো সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেখানে অন্তত ২০টি পাঁচতারা হোটেল তৈরির প্রস্তাব প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এদিনের সম্মেলন থেকে রাজ্যে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, আমাদের একটা বছর সময় দিন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের চেহারা পাল্টে দেব। তাঁর বক্তব্য, পর্যটকদের সুবিধা বাড়ানো এবং নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে শুধু বিলাসবহুল পর্যটন নয়, রাজ্যের সাধারণ মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে ভ্রমণের সুযোগ তৈরি করতেও উদ্যোগী হয়েছে দপ্তর। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১,৬০০টি কটেজ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সেগুলির ভাড়া সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার কথা জানান মন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের পর্যটন বিকাশে বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার পরিকল্পনাও করছে পর্যটন দপ্তর। তবে পরিবেশের দিক থেকে সংবেদনশীল এলাকায় পর্যটনকেন্দ্র গড়তে গেলে নির্দিষ্ট বিধি মেনে চলতে হবে বলে স্পষ্ট করেন তিনি। এক্ষেত্রে নিয়ম অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন মন্ত্রী।

সেলিমকে দেশ থেকে তাড়ানো উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'সেলিমকে দেশ থেকে তাড়ানো উচিত'। সেলিমকে দেশবিরোধী আখ্যা দিয়ে সোজাসাপটা এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সম্প্রতি বলেছেন, 'ফোর সি' থেকে সাবধান। সেলিমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'ফোর সি' হল, কাস্টিস্ট, কমিউনাল, ক্রিমিনাল এবং করাপ্ট। শনিবার বেলায় নৈহাটিতে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সেলিম তত্ত্বের পাল্টা হিসেবে মন্তব্য করে বলেন, সেলিম থেকে সবাই সাবধান। সেলিম দেশবিরোধী লোক। ওকে বাংলা না, দেশ থেকে তাড়ানো উচিত। এঁরা দেশের খাবে,



আর পাকিস্তানের গল্প করবে। সিপিআইএমকে আক্রমণ করে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, সেলিমের নিজের দলই এখন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। ওদের পায়ের তলার মাটি নেই। মাথায় ছাদ নেই। এখন হওয়ায় ভাসছে। যারা অতি বামপন্থী, দিমাগী নকশালদের কথা বলছে, যারা দেশবিরোধী লোক, তাদের নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তা-ব্যক্তিরা।

শিশুদিবসে কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস স্কুলে শিক্ষক হিসেবে বিধায়ক সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতিবছর ১৪ নভেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু দিবস উদযাপিত হয়। শনিবার এই বিশেষ দিনে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসকে দেখা গেল শিক্ষকের ভূমিকায়। নিজের কেন্দ্রের কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদের ইতিহাসের পাঠদান করলেন বীজপুরের বিধায়ক। দেশীয় দুই বীর মহারানা প্রতাপ সিং এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাহানি তিনি পড়ুয়াদের শোনালেন। পাঠদান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, এতদিন বিদেশি হিরোদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করা হয়েছে। এবার দেশীয় সুপার হিরোদের নিয়ে মাতামাতি করা দরকার। দেশীয় বীরদের কাহানি বেশি করে পড়ানোর তিনি দাবি রেখেছেন স্কুলের শিক্ষকাদের কাছে। সুদীপ্ত জানান, রানাপ্রতাপ কিংবা পৃথ্বীরাজ চৌহান এঁরা দেশীয় সুপার হিরো। এই হিরোদের নিয়ে আজ পড়ুয়াদের সঙ্গে গল্প করলাম। সুদীপ্ত আরও বলেন, আগামীদিনে সিলেবাসে সিঙ্গুর কিংবা বেচারাম মান্নাদের কাহিনি থাকবে না। দেশীয় বীরদের কাহানি থাকবে। সুদীপ্তের কথায়, রানা প্রতাপ কিংবা পৃথ্বীরাজ চৌহান সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম বেশি অবগত নয়। এঁদের কাহানি নতুন প্রজন্মের কাছে বেশি করে তুলে ধরতে হবে।



ছটপূজা উপলক্ষে শনিবার রাজ্যপাল আরএন রবির আমন্ত্রণে লোকভবনে আয়োজিত হল একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিধায়কগণ, বিশিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ এবং সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
National Standards Body of India

শুধু কেনাকাটা নয়,
নিরাপদে কেনাকাটা করুন

আজ আপনার সঠিক পছন্দ
আগামীকাল আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবে

IS XXXX — ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নম্বর

CM/L XXXXXXXXXX — উৎপাদকের বাধ্যতামূলক ১০ অঙ্কের লাইসেন্স নম্বর

নকল আইএসআই চিহ্ন থেকে সাবধান!

CBC 08103/13/0009/2627



কোনও পণ্যের গুণমান চিহ্নের সত্যতা যাচাই করতে **বিআইএস কেয়ার অ্যাপ** ডাউনলোড করুন।
পণ্য বা এর প্যাকেজিংয়ে মুদ্রিত আইএসআই চিহ্নের ঠিক নীচে বা পাশে থাকা অনন্য সার্টিফিকেশন মার্ক লাইসেন্স (CM/L) নম্বর বা ১০-অঙ্কের লাইসেন্স নম্বরটি খুঁজুন।

Follow us on: @Indianstandards

Google Play App Store

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভগবান বিরসা মুন্ডা
জন্মজয়ন্তী

জনজাতীয় গৌরব দিবস
উদ্‌যাপন

১৫ই নভেম্বর, ২০২৬

রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান ঃ
ঝাড়গ্রাম (১৫.১১.২৬) ও আলিপুরদুয়ার (১৮.১১.২৬)

গৌরবময় উপস্থিতি ঃ
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উজ্জ্বল উপস্থিতি ঃ
শ্রী ক্ষুদিরাম টুডু
মাননীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ,
সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী জুয়েল মুর্মু
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ,
সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D1735(23)/2026

জনজাতীয় গৌরব দিবস উদ্‌যাপন
রাজ্যের সব জেলায় ও আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে
১১.১১.২০২৬ থেকে ১৮.১১.২০২৬ পর্যন্ত

আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদকীয়

আধা শহর ও মফস্সলের বাসিন্দাদের এখন বড় সহায় হচ্ছে গোল্ড লোন

ভারতে সাম্প্রতিককালে দ্রুত গতিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে স্বর্ণঋণ বা গোল্ড। জরুরি আর্থিক ও পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ সোনার গয়না বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিচ্ছেন। এই ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে অবশ্য নিম্নমধ্যবিত্তরাই। তাদের মধ্যেই এই প্রবণতা এখন বেশি। এই বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নতুন গোল্ড লোনের অঙ্ক গত বছরের তুলনায় ৮৪ শতাংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে দেশের মোট গোল্ড লোন পোর্টফোলিও ২০২৩ সালের মার্চে ৬.৩ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের মার্চে ১৯.৪ লক্ষ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। বুঝুন অবস্থাটা! বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ হল আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামে উর্ধ্বগতি। সোনার দাম বাড়ায় একই ওজনের গয়নার বিনিময়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি অঙ্কের ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে সোনার মূল্য সূচক প্রায় ১৪৪ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, গোল্ড লোন অনুমোদনের সূচক বেড়েছে ২০০ শতাংশেরও বেশি। আগে গোল্ড লোনের চাহিদা মূলত দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এখন অন্য রাজ্যেও এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এই সময়ের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে গোল্ড লোনের অঙ্ক বৃদ্ধি হয়েছে ১৩৮ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ১১২ শতাংশ, রাজস্থানে ১০৫ শতাংশ এবং মহারাষ্ট্রে ১০২ শতাংশ। এর ফলে বোঝা যাচ্ছে, শুধু বড় শহর নয়, ছোট শহর, মফস্সল এবং ছোট শহরগুলিতেও গোল্ড লোনের প্রতি মানুষের আগ্রহ দ্রুত বাড়ছে। এই গোল্ড লোন দেশের মানুষকে আরও বেশি করে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় আনতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই লোন অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ ও ছোট শহরের মানুষদের সহজে ঋণ পেতে সহায়ক হয়েছে। শুধু ঋণ নেওয়াই নয়, একবারের প্রয়োজন মেটানোর বদলে এখন অনেকেই নিয়মিত ব্যক্তিগত আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য গোল্ড লোনকে নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। হাতের সামনে কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়া এই লোন এখন ক্রমশ নিম্নবিত্ত ও গরিব মানুষের বড় অস্ত্র হয়ে উঠছে।

শব্দছক ৩১২

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. পত্র ৩. মনোরম কৃশতা ৬. সুন্দরী রমণী ৮. নদী বা সাগরের তীর ৯. নীচ ব্যক্তি ১০. অগ্নিবর্ণ ১২. নৌকা ১৩. পথ ১৪. অনেক রকমের ১৬. নিশান ১৮. বর্তুলাকার ১৯. ধোপা ২১. ঘোষণাকারী ২২. রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র

ওপর-নিচ: ১. পাখির অঙ্গাবরণ ২. ভাদ্রের ফল ৪. কৃষ্ণসাধক যিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী ৫. ছবি ৭. জল-জাহাজের চালক ৮. অতি দ্রুততার সঙ্গে ওপর-নিচ করার ভাবশব্দ ১০. ইট মারলে যা খেতে হয় ১১. লজেনজুস বঙ্গার্থে ১৫. চোর ১৭. প্রকার ১৮. তাগাড় ২০. বার্ধক্য

সমাধান ৩১১ — পাশাপাশি: ১. জাগতিক ৪. কজ্জল ৬. গুন্ডা ৭. ঠোক্কর ৮. চর ৮. ধান্য ১০. রগর ১২. করেনু ১৪. গণক ১৫. উকিল ১৭. স্থান ১৮. কলি ১৯. প্রমাদ ২০. ভাজা ২১. নবতি ২২. মহাজন

ওপর-নিচ: ১. জাগুয়ার ২. গন্ডা ৩. কঠোর ৪. কর ৫. লম্ফন ৮. চরণ ৯. ধানুকি ১১. গগন ১৩. রেউলি ১৬. লবেজান ১৭. স্থাপন ১৮. কদম ১৯. প্রতি ২০. ভাজ

আজকের দিন

■ **১৯৮৮** — ইয়াসির আরাফাতের আহ্বানে প্যালেস্টাইন জাতীয় কাউন্সিল পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকা নিয়ে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করে ।

■ **২০০০** — ভারতের ২৮তম রাজ্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।



জন্মদিন



১৮৭৫ *বিশিষ্ট আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন।*

১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিদ্যা সিনহার জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জার জন্মদিন।*

বিরসা মুণ্ডা

ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী

আদিবাসী গৌরব ও উন্নয়নের নতুন অধ্যায়, নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্যোগে বদলাচ্ছে জনজাতীয় সমাজের চিত্র

শ্যামল সাধু



১৫ নভেম্বর ভারতীয় ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনটি ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী। ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর বর্তমান ঝাড়খণ্ডের উলিহাতু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই মহান আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর জীবন, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং সমাজজাগরণের আদর্শ আজও ভারতীয় সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। ২০২৬ সালে তাঁর ১৫১তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এই দিনটি কেবল একজন মহান বিপ্লবীকে স্মরণ করার উপলক্ষ নয়, বরং আদিবাসী সমাজের আত্মমর্যাদা, অধিকার, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং উন্নয়নের অঙ্গীকারকে নতুন করে সামনে আনার দিন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, জমিদারি শোষণ এবং আদিবাসীদের ভূমি ও জীবনযাত্রার ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরসা মুন্ডা যে সাহসী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা ইতিহাসে 'উলগুলান' বা মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে আদিবাসী সমাজ নিজেদের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মাত্র ২৫ বছরের জীবনে তিনি যে সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'ধরতি আবা' বা ধরিত্রীর পিতা হিসেবে স্মরণ করা হয়। আজকের ভারতবর্ষে বিরসা মুন্ডার আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা আরও গভীর। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বহু আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পানীয় জল এবং কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক পরিষেবার ঘাটতি ছিল। দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে বহু আদিবাসী পরিবার উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই বাস্তবতায় আদিবাসী সমাজের উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছরে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একাধিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে উন্নয়নের পরিকাঠামো পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। আবাসন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, সড়ক যোগাযোগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী পরিবার উন্নয়নের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

২০২৩ সালে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (PM-JANM-AN) এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। দেশের ১৮টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭৫টি বিশেষভাবে দুর্বল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, সড়ক যোগাযোগ এবং জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণ এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ২৪,১০৪ কোটি টাকা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী বিশেষভাবে দুর্বল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

২০২৪ সালের ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চালু করেন ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬৩,৮৪৩টি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে পরিকাঠামোগত ঘাটতি দূর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৭৯,১৫৬ কোটি টাকার এই অভিযানের মাধ্যমে পাঁচ কোটিরও বেশি আদিবাসী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা, যোগাযোগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা, আবাসন এবং আধুনিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেধাবী আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সামনে উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। শিক্ষার প্রসার আদিবাসী সমাজের নতুন প্রজন্মকে আত্মনির্ভর করে তোলার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে তাঁদের অংশগ্রহণও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অধিষ্ঠান আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিত্বের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একজন আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনজাতীয় সমাজের মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণা তৈরি হয়েছে। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বের বিস্তার এবং বিভিন্ন সামাজিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে এসেছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তিদের সামনে এগিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করা, তাঁদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আদিবাসী সমাজের মধ্য থেকে নতুন নেতৃত্ব উঠে আসা শুধু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয় নয়, বরং স্থানীয় মানুষের সমস্যা, প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতাকে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব দেওয়ার একটি সুযোগ। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী সমাজের জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের চাহিদা এক নয়। তাই রাজ্যভিত্তিক বাস্তবতা অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার সুযোগ, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কৃষি ও বনজ সম্পদভিত্তিক উদ্যোগ এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান আরও সম্প্রসারণ করা জরুরি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা এই উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে পারে। তবে আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বোঝায় না। তাঁদের ভাষা, লোকসংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্য, প্রকৃতিনির্ভর জীবনদর্শন এবং সামাজিক পরিচয় রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিরসা মুন্ডার সংগ্রাম আমাদের সেই শিক্ষাই দেয় যে, উন্নয়নের পাশাপাশি নিজের শিকড় ও আত্মপরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। আদিবাসী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়েই তাঁদের জন্য আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সুযোগের পরিসর বাড়াতে হবে। ১৫ নভেম্বরকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে জাতীয় স্তরে স্মরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিরসা মুন্ডা ছাড়াও তিলকা মাঝি, সিধু-কানহু, রানি গাইদিনলিউ, গোবিন্দ গুরু এবং অন্যান্য আদিবাসী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁদের সংগ্রাম ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব তুলে ধরে। তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা কেবল মাল্যদান, সভা কিংবা স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাঁর আদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হলে আদিবাসী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি প্রকল্পের সুফল যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের প্রতিটি যোগ্য পরিবারের কাছে পৌঁছায়, সেই বিষয়েও নজর দেওয়া জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ দেশের জনজাতীয় সমাজের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে। উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, সামাজিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বীকৃতি আদিবাসী সমাজের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। এই উদ্যোগগুলির ধারাবাহিকতা, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ আগামী দিনে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তীতে আমাদের অঙ্গীকার হোক আদিবাসী গৌরবের মর্যাদা রক্ষা, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের সুফল দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বিরসা মুন্ডা যে আত্মমর্যাদা, সাহস ও অধিকার সচেতনতার বার্তা দিয়েছিলেন, তা ধারণ করেই গড়ে উঠুক আত্মনির্ভর, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ আদিবাসী সমাজ। এভাবেই ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন সম্ভব।

গাজা, কাতার ও ইরানের পতনই লক্ষ্য আইজেনকোটের আরবরা নেতানিয়াহুর চেয়েও বেশি ভয় পায় তাকে

মানস বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এখনও কেয়ার টেকার প্রধানমন্ত্রী, এবং ইসরাইলের দুর্ধর্ষ সেনা কর্মকর্তা গাদি আইজেনকোটকে সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতি হারজোগ ২৮ দিনের সময় দিয়েছেন, তবুও আরব দেশগুলিতে কোন উৎসাহের লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে না। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতানিয়াহুর সম্ভাব্য বিদায়ে ফিলিস্তিনি ও আরবরা কেন উল্লাস করছে না? আমি ইসরায়েলের রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছি, কারণ এখন পর্যন্ত আমার জাদুর পাতা কোনো নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনি। তবে, ২৮ দিনের মধ্যে সরকার গঠন করা এই ব্যক্তির জন্য একটি কঠিন কাজ হবে। অনেকেই হয়তো ইসরায়েলি দাহিয়া মতবাদের কথা শুনেছেন, যা বলে, যদি কোনো আরব বা ফিলিস্তিনি গ্রাম থেকে রকেট ছোড়া হয়, তবে পুরো গ্রামটি ধ্বংস করে দাও। শুধু উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নয়। পুরো এলাকাদ। আইজেনকোট একজন সামরিক কমান্ডার হিসেবে এই মতবাদটি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নির্মম। আজ, আরব দলগুলো তার সাথে একটি বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করেছে বলে জানা গেছে, দৃশ্যত তারা হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বর্ণনা করতে রাজি নয়। ইতিমধ্যে, আমি এমন প্রতিবেদন পড়েছি যেখানে বলা হয়েছে যে ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক হামলার জন্য ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান প্রস্তুত করা হচ্ছে। সুতরাং, প্রশ্নটি করা আবশ্যক যে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যদি ক্ষমতা ছাড়েন, তাহলে তার বিদায় কি ফিলিস্তিনি এবং বৃহত্তর আরব বিশ্বকে সেই স্বস্তি এনে দেবে যা তারা উদযাপন করবে বলে আশা করা যায়? নাকি এটি এক বিপদ থেকে আরেক বিপদে পড়ার মতো! যখন প্রেসিডেন্ট হারজোগ গাদি আইজেনকোটকে সরকার গঠনের জন্য ২৮ দিন সময় দিয়েছিলেন, তখন সারা বিশ্ব গাজা, রামাল্লা, বৈরুত এবং সমগ্র আরব বিশ্বে উৎসব উদযাপনের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু হয়নি। কারণ ফিলিস্তিনি এবং আরবদের জন্য, এটি একটি যুগের সমাপ্তি নয়। এটি আরও বিপজ্জনক একটি যুগের সূচনা। নেতানিয়াহু একজন রাজনীতিবিদ। আইজেনকোট একজন সৈনিক। তারা মনে করে আইজেনকোট নেতানিয়াহুর চেয়েও বেশি মারাত্মক হবেন। নেতানিয়াহু পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের কথা বলেছিলেন। আর তা কীভাবে অর্জন করা যায়, তার কৌশল লিখেছিলেন আইজেনকোট। ২০০৬ সালে, নর্দার্ন কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে আইজেনকোট এমন একটি মতবাদ তৈরি করেন যা দাহিয়া মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। সেটি হলো,যদি কোনো গ্রাম থেকে রকেট ছোড়া হয়, তবে সেই গ্রামটি ধ্বংস করে দাও। অসামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করো। শুধু উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নয়, পুরো এলাকা। এটা কোনো স্লোগান নয়। এটা একটা সামরিক পরিকল্পনা। এবং এটি লেবাননে ব্যবহৃত হয়েছিল। এবং এই যুক্তি গাজায় প্রয়োগ করা হয়েছিল।

ফিলিস্তিনিরা এই নামটি জানে। লেবাননের জনগণ এই নামটি জানে। বাস্তব ক্ষেত্রে এর অর্থ কী, তা তারা জানে। আইজেনকোট শান্তি স্থাপন করতে আসছেন না। তিনি একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সমর্থন করেন না। তিনি দখলদারিত্বের অবসানকে সমর্থন করেন না। তিনি পূর্ণাঙ্গ সেনা প্রত্যাহারকে সমর্থন করেন না।

তার প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট , হামাসকে অবশ্যই ধ্বংস বা ভেঙে দিতে হবে। ১৮ মাসের মধ্যে গাজায় হামাসের শাসনের অবসান ঘটাতে হবে ; হয় চুক্তির মাধ্যমে, অথবা শক্তি প্রয়োগ করে। গাজা শুধু নয়, তার লক্ষ্য কাতার, ও ইরানের পতন।

নেতানিয়াহুর প্রতি তার সমালোচনা এই নয় যে, নেতানিয়াহু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। তার সমালোচনা হলো, নেতানিয়াহু এক বছরের মধ্যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং তিন বছর পর তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অন্য কথায়, নেতানিয়াহু খুব ধীর ছিলেন। আইজেনকোট বলেন, তিনি এটি শেষ করবেন। আইজেনকোট হলেন সেই সেনাপতি যিনি রক্তের বিনিময়ে মূল্য দিয়েছেন। আইজেনকোট গাজায় তার ছেলেকে হারিয়েছেন। তিনি গাজায় তার দুই ভাগ্নেকে হারিয়েছেন। ইসরায়েলিদের কাছে, এটি তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ফিলিস্তিনিদের কাছে, এটি তাকে ভয়ঙ্কর করে তোলে। যে নেতা এই যুদ্ধে নিজের সন্তানকে কবর দিয়েছেন, তিনি মাঝপথে যুদ্ধ থামাবেন না। তিনিই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবেন। নির্বাচনের দিকে তাকান। কোনো প্রধান ইহুদি দলই ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিয়ে প্রচারণা চালায়নি। কোনো প্রধান দলই বসতি স্থাপন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচার চালায়নি। কোনো প্রধান দলই একটি সার্বভৌম ফিলিস্তিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচার চালায়নি। বিতর্কটি ছিল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কে বেশি যোগ্য, যুদ্ধ শেষ হওয়া উচিত কি না, তা নিয়েও নয়। এ কারণেই অনেক আরব বলেন নেতানিয়াহুর বদলে আইজেনকোটকে আনাটা অনেকটা চালক বদলে গন্তব্য একই রাখার মতো। এবং জোট তাকে কঠিনভাবে আটকে রাখবে। আইজেনকোটের মাত্র ৪৮টি আসন আছে। তার প্রয়োজন ৬১টি। সেখানে পৌঁছাতে তার প্রয়োজন অতি-গোঁড়া ইহুদি, বা লিকুদ, অথবা বাইরের সমর্থন। তাদের কেউই কোনো ছাড় চায় না। তাদের কেউই একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র চায় না। এবং তিনি ইতিমধ্যেই বলেছেন যে তিনি আরব দলগুলোর সাথে সরকার গঠন করবেন না, যদিও ম্যান্ডেট পাওয়ার জন্য তারাই তাকে ৬৭টি সুপারিশ দিয়েছিল। তিনি নেতানিয়াহুকে আটকাতে তাদের ভোট ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তিনি তাদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করবেন না। ফিলিস্তিন এবং আরবরা আগামী ২৮ দিন আনন্দের সাথে নয়, বরং ভয়ের সাথে দেখছে। কারণ যে ব্যক্তি নেতানিয়াহুর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন, তিনি কোনো শান্তিস্থাপক নন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ধ্বংসের মতবাদ রচনা করেছেন। ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তার হাতে আছে ২৮ দিন।

লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সবাইকে সবসময় চেনা যায় না। কাউকে আপেলের মতো রঙ দেখেই চেনা যায়। কাউকে কলার মত ছিলে বুঝতে হয়। কেউ শক্ত নারকেল। ভেতরে নরম শাঁস ও জল।

কোট-আনকোট



আমি বারবার সকলকে সংযত করার চেষ্টা করেছি। প্রতিদানে সোশাল মিডিয়ায় আমাকে গৌতম বুদ্ধ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যুদ্ধ নয়, বুদ্ধের বাণী-ই প্রচার করছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সিংহ স্থবির বলে কেউ কাউকে পদাঘাত করবে, আমাদের ভদ্রতাকে আমাদের দুর্বলতা মনে করবে, এটা হতে দেওয়া উচিত নয়। যে যেখানে, যে ভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ান।

শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ, বিজেপি

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদা মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও আত্মীয়া



নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও তার দুই মহিলা আত্মীয়। অসুস্থ রোগীকে দেখতে গিয়েই নিরাপত্তারক্ষীদের হামলার শিকার হয়েছেন তাঁরা বলে পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এমনকি তাঁদের মেডিক্যাল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিটের একটি ঘরে আটকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুরো বিষয়টি নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে হামলাকারী কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে ভাইস প্রিন্সিপাল ও ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তেরা। পুলিশ জানিয়েছে হামলাকারীদের নির্দিষ্ট পরিচয় অভিযোগপত্রে উল্লেখ না থাকায় ট্রমা কেয়ার ইউনিটের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

এদিকে মালদা মেডিকেল কলেজের একাংশ নিরাপত্তারক্ষীদের এমন দাদাগিরির ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন অন্যান্য রোগীর আত্মীয়েরা। তাঁদের অভিযোগ, এটা একদিনের ঘটনা নয়। এর আগেও একাধিকবার মেডিকেল কলেজের বেশ কিছু নিরাপত্তারক্ষীদের দুর্ব্যবহার এবং হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। বাইরে থেকে আসা রোগীদের আত্মীয়দের সঙ্গে চরম হেনস্থা ও দুর্ব্যবহার করেন একাংশ নিরাপত্তারক্ষীরা । এই বিষয়টিও মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে খতিয়ে দেখা উচিত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন , মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সাজিদ আলম (১৬) এবং তার দুই মাসি সালমা খাতুন (২৫) ও শাহাজাদি বিবি (২৮)। তাঁদের বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের গয়েশপুর এলাকায়। আক্রান্ত ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সাজিদ আলম পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, ইংরেজবাজার শহরের গয়েশপুর এলাকার বাসিন্দা তাঁরা। তার দাদু জহর শেখ (৭০) গত চার দিন ধরে শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে মেডিক্যাল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন এদিন দুপুরে তিনি দাদুকে দেখতেই মেডিক্যাল কলেজের ওই ইউনিটে যান। সেই সময় সে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বলছিল। তখনই ট্রমাকেয়ার ইউনিটের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী আচমকাই দৌড়ে এসে তার কাছ থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর শুরু করে। তাকে অপবাদ দেওয়া হয় যে মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের ভিডিও করা হচ্ছে বলে। কিন্তু সে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলছিল, সেটা বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোনও কথা শোনেনি নিরাপত্তারক্ষীরা। এরপর তাকে ঘরে আটকে বেদম মারধর করা হয়।

আক্রান্ত ওই ছাত্রের দুই মাসি সালমা আলম এবং শাহাজাদি বিবি বলেন, 'আমরা সাজিদকে মার খেতে দেখেই ছুটে আসি। আমাদের কেউ কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষীরা টেনে হিঁচড়ে ভেতরে ঢোকায় । এরপর পুরুষ নিরাপত্তা কর্মীরা চড় মারে গায়ে আঁচর দেয়। তখন আমরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওরা সরে যায়। মালদা মেডিক্যাল কলেজের একাংশ নিরাপত্তা রক্ষীদের এমন তাণ্ডব চালাবে তা ভাবতেই পারিনি। যেভাবে এদিন আক্রান্ত হতে হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে আমরা বড় ধরনের কোনও অপরাধ করে ফেলেছি। এরপরই পুরো বিষয়টি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। যেহেতু নিরাপত্তা রক্ষীদের পরিচয় জানতে পারেনি বলে ওদের নাম উল্লেখ করা যায়নি। যদি এই হামলার ঘটনার ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হব।'

মালদা মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল গণেশ চন্দ্র গাইন জানিয়েছেন, 'পুরো ঘটনার অভিযোগপত্র পেয়েছি। যারা এই কাজ করে থাকুক না কেন এরকম ব্যবহার বরদাস্ত করা হবে না। ট্রমা কেয়ার ইউনিটের বসানো সিসিটিভির ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই হামলাকারীদের চিহ্নিত করা হবে।'

সিএএর আবেদনকারীদের শুনানিতে দীর্ঘ লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। কেউ পাঁচ বছর, কেউ দশ বছর, আবার কেউ ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে ভারতে বসবাস করছেন বলে দাবি। তাঁদের মধ্যে একাধিক আবেদনকারীর বক্তব্য, তাঁরা বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) আওতায় আবেদন এবং সেই সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে হেয়ারিংয়ের জন্য আবেদনকারীদের দীর্ঘ লাইন ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকা এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের বিষয়টি সামনে এসেছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা বেশ কয়েকজন আবেদনকারী সিএএর আওতায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই আবেদনের সূত্রেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য তাঁদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে।

আবেদনকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে, তাঁরা বাংলাদেশ থেকে কত সালে ভারতে এসেছেন, বাংলাদেশের কোথায় তাঁদের আদি বাড়ি, বর্তমানে কোথায় বসবাস করছেন এবং ভারতে থাকার দাবির স্বপক্ষে কী কী নথি রয়েছে। কেউ পাঁচ বছর, কেউ দশ বছর, আবার কারও দাবি, প্রায় দুই দশক ধরে তাঁরা এ দেশে বসবাস করছেন। হেয়ারিংয়ে সেই সমস্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রশাসনের কাছে জমা দিচ্ছেন তাঁরা।



আবেদন করলেই ভারতীয় নাগরিকত্ব মিলছে না। তবে সিএএর আওতায় আবেদনকারীদের দেওয়া তথ্য ও নথিপত্র যাচাই এবং নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই নাগরিকত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা নিয়ে উদ্বেগ, অন্যদিকে সিএএর মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রত্যাশা।

আইসিডিএসের খিচুড়ি খেয়ে ১৫ শিশু অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় আইসিডিএস কেন্দ্রের খিচুড়ি খেয়ে একাধিক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের ধবনি গ্রামে। অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় অমরকানন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অন্যদিকে, অসুস্থ শিশুদের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই আইসিডিএস কেন্দ্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা হয়। রান্নার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হয় না বলেও অভিযোগ তাঁদের। তাঁদের আশঙ্কা, খিচুড়ির মধ্যে কোনও বিষাক্ত পোকামাকড় বা অন্য কোনও দূষিত উপাদান মিশে যাওয়ার কারণেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যদিও খাবারে বিষ ক্রিয়ার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়।

তবে প্রায় ১৫ জন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। তাদের চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। অন্য দিকে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে প্রশাসনিক তদন্ত ও আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবারের গুণমান পরীক্ষা করার দাবি তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সুপ্রিয়া মণ্ডল ও অনন্যা দাস অভিভাবকরা এই দাবি তুলে সরব হয়েছেন।

শ্লীলতাহানি ও শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ, ধৃত বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার ধানতলায় বাবার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ তুললেন এক মেয়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে ধানতলা থানার পুলিশ।

অভিযোগকারী নমিতা চক্রবর্তীর দাবি, গত প্রায় দু'মাস ধরে তাঁকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হচ্ছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুপ্রস্তাব দেওয়া, প্রতিবাদ করলে মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি, গত ৪ নভেম্বর রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে শ্লীলতাহানি ও শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলেও অভিযোগ।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
শ্রীনিকেতন এবং বর্ধমান ব্রাঞ্চ

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে আমাদের শ্রীনিকেতন এবং বর্ধমান ব্রাঞ্চের নিম্নলিখিত লকার অ্যাকাউন্টগুলির লকার হোল্ডাররা আমাদের দ্বারা বিভিন্ন নোটিশ এবং দাবি জানানো সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে নির্ধারিত লকার ভাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন। লকার হোল্ডারের দ্বারা সম্মত শর্তাবলী অনুসারে, ভাড়া না দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক উক্ত লকারগুলি ভেঙে খোলার স্বাধীনতায় থাকবে। তদনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিন পর উক্ত লকারগুলি ভেঙে খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের বকেয়া মেটাতে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ এড়াতে নির্দিষ্ট তারিখের আগে ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। লকার ভেঙে খোলার চার্জ ভাড়াটেরা বহন করবেন এবং বকেয়া ভাড়া / অন্যান্য চার্জ ইত্যাদির সাথে তা আদায়ের জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

নং	লকার নং	থেকে বকেয়া	নাম ও ঠিকানা
১.	এস১-১০	০১.০৪.২০২৩	**শ্রীমতী সরস্বতী রায় এবং শ্রীমতী পৃথা রায়** গ্রাম - সুরুল, পোঃ - শ্রীনিকেতন, থানা - বোলপুর, জেলা - বীরভূম বোলপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন কোড - ৭৩১২৩৬।
২.	এস১-৩৩	০১.০৪.২০২৩	**শ্রীমতী কোয়েলি ঘোষাল এবং শ্রী সুজিত ঘোষাল** গ্রাম এস.এন. রোড সতেরোনুতনপল্লী, বিওডি - ১০০, ওয়ার্ড - ১৬, বোলপুর, বীরভূম, বু, পিন কোড - ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ।
৩.	জি২-৩২	০১.০৪.২০২৩	**সুশ্রী চাঁদনি দে** ডিউক রেসিডেন্সি স্বাতী, ৪ই ১৩, চণ্ডীতলা লেন, কলকাতা, পিন কোড - ৭০০০৪০, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী উৎপল দাস** ১৩, বি.এল. চৌধুরী রোড, বাহিলাপাড়া, ০৭, বর্ধমান, সদর, পিন কোড - ৭১৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ০৭.১১.২০২৬, স্থান : শ্রীনিকেতন এবং বর্ধমান স্বা/- অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

কন্টিনেন্টাল ভালভস লিমিটেড

(সিআইএন L29221WB1982PLC057718)
নিবন্ধিত কার্যালয়: সুকেত, ২০, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল

লক্ষ টাকায়

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বছর
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৩৯৯.৩৪	৫৩৫.০১	৪৮৬.৭৪	৯৩৪.৩৫	৭৯১.২৮	২১০০.৫৮
২	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর পূর্ববর্তী)	১৩.২৩	১০.২৩	০.৮৮	২৩.৪৬	৯.৯৮	৩৫.৬৫
৩	কর পরবর্তী সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৭.৩৮	৭.৬১	০.৫৮	১৪.৯৯	৫.৩২	২৩.১৪
৪	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য মোট অন্যান্য সামগ্রিক আয়	০.১৭	০.১৮	-২.৩৬	০.৩৫	-৪.৭১	০.৭১
৫	সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	৭.৫৫	৭.৭৯	-১.৭৮	১৫.৩৪	০.৬১	২৩.৮৫
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২
৭	মৌলিক ও মিশ্রিত ইপিএস (টাকা)	০.৯১	০.৯৩	০.০৭	১.৮৪	০.৬৫	২.৮৪

দ্রষ্টব্য:

১ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক একটি সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রতিবেদন পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২ এই বিবরণীটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১৩৩ ধারার অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্স) বিধিমালা, ২০১৫ (ইন্ড এএস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩ কোম্পানিটি শুধুমাত্র একটি সেগমেন্টে কার্যক্রম পরিচালনা করে, অর্থাৎ কন্ট্রোল ভালভস ও স্পেয়ার্স। অতএব, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১৩৩ ধারার অধীনে ইন্ড এএস-১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন নেই।

৪ কোম্পানিটি ব্যবস্থাপনার অনুমান এবং প্রাক্কলনের ভিত্তিতে চলমান কাজের (ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস) রূপান্তর ব্যয় মূল্যায়ন করেছে কারণ প্রকৃত ব্যয় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

৫ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং সময়কালের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য, যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যান পুনরায় বিন্যস্ত/পুনঃশ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তরফে
ধরমবীর কুমার
হোলটাইম ডিরেক্টর

পঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

ঘিদহ ব্রাঞ্চ
মুদিবাড়ি বাসস্টপ, পোঃ- নীলগঞ্জ বাজার
জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)
ইমেইল : g1121@psb.bank.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[ধারা ১৩(৪)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নম্বর আইন) (যাকে এরপরে ''অ্যাক্ট'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যেখানে ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা(রা) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাদের নামের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত তারিখে উক্ত রুলসের রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিগুলির সাথে যেকোনো লেনদেন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের এবং তার উপর সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির জন্য পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে,

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতার নাম	বন্ধক রাখা সম্পত্তি(গুলি)র বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ
১.	ক) **ঘিদহ ব্রাঞ্চ** খ) **শ্রীমতী মুনমুন দাস,** স্বামী শ্রী প্রণব দাস **সহ-ঋণগ্রহীতা** **শ্রীমতী পারুল দাস,** পিতা শ্রী বিধুভূষণ ঘোষ **এবং** **শ্রী প্রণব দাস,** পিতা প্রয়াত অমলেন্দু দাস	**(১) শ্রীমতী পারুল দাসের নামে** ডিএসআর-III, বারাসাত অফিসে নিবন্ধিত গিফট ডিড নং ১১১০০/২০১৫ অনুযায়ী **(CERSAI অ্যাসেট আইডি ২০০০৫৪৮৩১৭৮৬)**, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২৬, বারাসাতের ওয়ার্ড নং ০৭-এর অধীনে শাস্ত্রীজি রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এন/১১৩৫, রেস. নং ২০২, তৌজি নং ১৪৬, জে.এল. নং ২৯, মৌজা- পশ্চিম ইছাপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৩০৪-এ রেকর্ড করা ০১ কাঠা ০৪ ছটাক এবং ০৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত জমি এবং ভবনের ইকুইটেবল মর্টগেজ। **সম্পত্তির সীমানা (ডিড অনুযায়ী)** - উত্তরে : প্লট নং ৭/এ, দক্ষিণে : পারুল দাসের জমি, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে : অন্য ব্যক্তির জমি। (২) শ্রীমতী পারুল দাসের নামে এআরএ-IV, কলকাতা অফিসে নিবন্ধিত মর্টগেজ ডিড নং ১১৯৫৬/২০১৯ অনুযায়ী **(CERSAI অ্যাসেট আইডি ২০০০২২৬৩৫৮৬০)**, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৬, বারাসাত থানা, পোঃ - নবপল্লী, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ০৭-এর অধীনে শাস্ত্রীজি রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৫২৫/এ, তৌজি নং ১২, জে.এল. নং ২৯, মৌজা - পশ্চিম ইছাপুর, আর.এস. খতিয়ান নং ১০, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৮, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৩০৪-এ একত্রে ৩৬ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের সমস্ত জমির রেজিস্টার্ড মর্টগেজ। **সম্পত্তির সীমানা (ডিড অনুযায়ী)** - উত্তরে প্লট নং ৯, দক্ষিণে প্লট নং ১৬, পূর্বে ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে প্লট নং ৩০৪/৮৬০-এর জমি। **(৩) প্রণব দাসের নামে** এআরএ-IV, কলকাতা অফিসে নিবন্ধিত কনভেয়েন্স ডিড নং ০৮১৭/২০২১ অনুযায়ী **(CERSAI অ্যাসেট আইডি ২০০০৩৬৪৫৮৭২৯)**, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২১, ঘিদহ, ব্যারাকপুর মহকুমা, শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে টিটাগড় থানা, পোঃ - নীলগঞ্জ, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৩৮ থেকে ৫৫৫৮ (সমস্ত), আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৪৯৫৭, ৪৯৬০, ৪৯৬১, ৪৯৬৪, ৪৯৬৫, ৪৯৬৯, ৪৯৭০, জে.এল. নং ১০, মৌজা- তেলেনিপাড়ায় অবস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে একত্রে 'রিয়া গীতাঞ্জলি' নামক অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে অবস্থিত ৫৮৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ব্লক-১ (পূর্বী)-এ গ্রাউন্ড ফ্লোরে (উত্তর দিক) একটি দোকান ঘরের ইকুইটেবল মর্টগেজ। **সম্পত্তির সীমানা (ডিড অনুযায়ী)** - উত্তরে : ব্যারাকপুর বারাসাত রোড, দক্ষিণে : লিফট ও লবি, পূর্বে : অন্যান্য বাণিজ্যিক ইউনিট, পশ্চিমে : অন্যান্য বাণিজ্যিক ইউনিট।	ক) **২১.০১.২০২৬** খ) **৩২,১৭,৩৭১.৪৬ টাকা** (বত্রিশ লক্ষ সতেরো হাজার তিনশো একাত্তর টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) এবং তার উপর সুদ। গ) **১৩.১১.২০২৬**
২.	ক) **ঘিদহ ব্রাঞ্চ** খ) **ঋণগ্রহীতা** **শ্রী প্রণব দাস,** পিতা প্রয়াত অমলেন্দু দাস, **স্বত্বাধিকারী :** **নিউ পারুল মেডিক্যাল** **জামিনদাতা :** **শ্রীমতী মুনমুন দাস,** স্বামী শ্রী প্রণব দাস **এবং** **শ্রীমতী পারুল দাস,** পিতা শ্রী বিধুভূষণ ঘোষ	**পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের নামে** এআরএ-IV কলকাতা অফিসে নিবন্ধিত মর্টগেজ ডিড নং ১১৯৫৬/২০১৯ অনুযায়ী **(CERSAI অ্যাসেট আইডি ২০০০২২৬৩৫৮৬০)**, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২৬, বারাসাত থানা, পোঃ নবপল্লী, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ০৭-এর অধীনে শাস্ত্রীজি রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৫২৫/এ, আর.এস. নং ২০২, তৌজি নং ১২, জে.এল. নং ২৯, মৌজা - পশ্চিম ইছাপুর, আর.এস. খতিয়ান নং ১০, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৮, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৩০৪-এ রেকর্ড করা একতলা ইটের কাঠামো সহ ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ৩৬ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের সমস্ত জমির রেজিস্টার্ড মর্টগেজ। **সম্পত্তির সীমানা (ডিড অনুযায়ী)** - উত্তরে : প্লট নং ৯, দক্ষিণে : প্লট নং ১৬, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে : প্লট নং ৩০৪/৮৬০-এর জমি।	ক) **২১.০১.২০২৬** খ) **৯,১১,০১২.০৭ টাকা** (নয় লক্ষ এগারো হাজার বারো টাকা এবং সাত পয়সা) এবং তার উপর সুদ। গ) **১৩.১১.২০২৬**
৩.	ক) **ঘিদহ ব্রাঞ্চ** খ) **ঋণগ্রহীতা** **মেসার্স পারুল মেডিক্যাল,** **স্বত্বাধিকারী -** **শ্রীমতী মুনমুন দাস,** স্বামী শ্রী প্রণব দাস **জামিনদাতা** **শ্রীমতী পারুল দাস,** পিতা শ্রী বিধুভূষণ ঘোষ **এবং** **শ্রী প্রণব দাস,** পিতা প্রয়াত অমলেন্দু দাস	**(১) শ্রীমতী পারুল দাসের নামে** ডিএসআর-III, বারাসাত অফিসে নিবন্ধিত গিফট ডিড নং ১১১০০/২০১৫ অনুযায়ী **(CERSAI অ্যাসেট আইডি ২০০০৫৪৮৩১৭৮৬)**, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১২৬, বারাসাতের ওয়ার্ড নং ০৭-এর অধীনে শাস্ত্রীজি রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং এন/১১৩৫, প্লট নং ২৯, তৌজি নং ১৪৬, জে.এল. নং ২৯, মৌজা- পশ্চিম ইছাপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৩০৪-এ রেকর্ড করা ১১২৬ বর্গফুট প্লিন্থ এরিয়া বিশিষ্ট ভবন সহ ০১ কাঠা ০৪ ছটাক এবং ০৯ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত জমি এবং দোতলা ভবনের ইকুইটেবল মর্টগেজ। **সম্পত্তির সীমানা (ডিড অনুযায়ী)** - উত্তরে : প্লট নং ৭/এ, দক্ষিণে : পারুল দাসের জমি, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে : অন্য ব্যক্তির জমি। **(২) শ্রীমতী পারুল দাসের নামে** পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধু ব্যাঙ্কের অনুকূলে এআরএ-IV কলকাতা অফিসে নিবন্ধিত রেজিস্টার্ড মর্টগেজ ডিড নং ১১২৫৬/২০১৯ অনুযায়ী **(CERSAI অ্যাসেট আইডি ২০০০২২৬৩৫৮৬০)**, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১২৬, বারাসাত থানা, পোঃ - নবপল্লী, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ০৭-এর অধীনে শাস্ত্রীজি রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৫২৫/এ

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত দ্রুত ঠিক করা হবে: শিক্ষামন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত শীঘ্রই মিটে যাবে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ণে সব রকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাতের সমস্যা মিটবে ১-২ মাসের মধ্যেই। শনিবার এমনটাই জানালেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাতে ভারসাম্য ফেরানোর বিষয়ে মুকুটমনিপুরে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এক উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক বসে। এই বৈঠকের শেষে এমনটাই জানালেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। মন্ত্রী জানান যে, বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষকের অভাব নেই প্রাথমিক স্তরে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত ১ ২৪। তবে এজেলায় কোথাও ছাত্রের তুলনায় বেশি শিক্ষক রয়েছেন আবার কোথাও শিক্ষকের সংখ্যা রয়েছে কম। এই অসামঞ্জস্য দূর করতে আগামী ১ থেকে ২ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পূর্ণ করা হবে। তিনি বলেন যে, আদিবাসী ও তপশিলি ছাত্রছাত্রীরা হস্টেলে থাকতে চাইলে বন্ধ থাকা হোস্টেল চালু করে দেওয়া হবে। বাঁকুড়ার শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে কি কি পদক্ষেপ করা যায় তার রূপরেখা তৈরিতেই এই উচ্চ পর্যায়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, রাইপুরের বাঁদনা পরব সভা মঞ্চ থেকে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন যে, স্থানীয়দের অভিযোগ হলুদকানালির একটি স্কুলে হস্টেল দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। এটি চালু করার দরকার আছে বলে তাকে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে বাঁদনা মঞ্চ থেকে বলেছিলেন যে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে গত ২০২৫ সালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের একটি বৈঠক হয়ে ছিল। সেই বৈঠকে ঠিক হয় যে কোন অভিভাবক হোস্টেলে পড়ুয়াদের রাখতে চান না। তাই হোষ্টেলটি বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি বলেন বিগত সরকারের আমলে আবাসিক পিছু মাসিক বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৮০০টাকা। বর্তমান সরকার তা বাড়িয়ে ৩৩০০টাকা করেছে। অভিভাবকেরা চাইলে হস্টেল খোলার ব্যবস্থা তিনি নেবেন। তার পরপর জঙ্গলমহলে শিক্ষামন্ত্রীর এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈঠকের পর হোস্টেল খোলার আশাবাদী জঙ্গলমহলবাসীরা।

অভিষেককে তোপ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার মেদিনীপুর জেলা পরিষদ হলে সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের সংগঠনের জেলা সম্মেলনে তার বক্তব্যে গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, সরকার আপনাদের কথা ভাববে, আপনারা মানুষের কথা ভাবুন। আজ আপনাদের জন্যই মানুষ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে পাশাপাশি তাঁদের কাজের স্বীকৃতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার ভাবনাচিন্তা করবে বলেও আশ্বাস দেন মন্ত্রী।

সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সামনে রাজনৈতিক ও সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানী ভবনে পৌঁছনো নিয়ে তিনি কটাক্ষের



সুরে বলেন, এরকম ঘটনা আরও অনেকবার ঘটবে। এর আগেও অভিষেক ইডি ও সিবিআইয়ের দপ্তরে গিয়ে চা খেয়ে ফিরে এসেছেন। সুমিত রায় প্রসঙ্গে বলেন, জেলে আছেন, ভালো আছেন। বাইরে থাকলে তৃণমূলের লোকজনই মেরে ফেলবে। যদিও দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমকে একযোগে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, জিরো আর জিরো যোগ করলে জিরোই হবে। বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গেও সরব হন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত অনেকেই ইতিমধ্যে টাকা ফেরত দিয়েছেন। বাকিদেরও ছাড়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তাঁর কথায়, দুর্নীতি করলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

আক্রান্ত প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল গোঘাটের শাওড়া এলাকা! নব্য বিজেপি ও আদি বিজেপির লড়াইয়ে আহত গোঘাটের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক! এই ঘটনায় পাঁচ জনকে আটক করেছে গোঘাট থানার পুলিশ। যদিও গোঘাটের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলতে নারাজ। তিনি পরিষ্কার জানান, তৃণমূলের লোকজন এই ঘটনা ঘটিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বিজেপি সরকার গঠন করলেও গোঘাটের শাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল পরিচালনা করছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষ ও বিজেপির অভিযোগ ছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শাওড়া অঞ্চলের কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না। তাই স্থানীয় বিডিও শাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা জরুরি বৈঠক ডাকে। অভিযোগ বৈঠক শেষ হওয়ার পর নব্য বিজেপি তথা ৪ মের পর যারা তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছে তারা প্রাক্তন গোঘাট বিধায়ক বিশ্বনাথবাবুকে ঘিরে ধরে মারধর করে এবং গলা টিপে ধরে বলে অভিযোগ।



শিলিগুড়িতে গোর্খা সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সঙ্গীতের মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: এই প্রথম আয়োজিত হচ্ছে এমপি ডেইসি ভাইলো মহোৎসব ২৬ । তিন দিনব্যাপী এই মেলা শিলিগুড়ির মিলন মোড় ফুটবল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তের তত্ত্বাবধানে এই মহোৎসব পালিত হচ্ছে। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের মানুষকে এক মঞ্চে নিয়ে এসে গোর্খা সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরাই এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।

এই উৎসবে সংগীতপ্রেমীদের জন্যও ছিল বিশেষ চমক। একই মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন রাজু লামা অ্যান্ড ব্যান্ড, পূর্ণ রাই অ্যান্ড দাজু-ভাই হারু, দ্য এলিমেন্টস, তৃষ্ণা গুরুং এবং দ্য কল্যাব। তবে শুধু সঙ্গীতানুষ্ঠান নয়, এই মহোৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল ঐতিহ্যবাহী দেউসি-ভাইলো প্রতিযোগিতা। যেখানে মোট ২০টি দল অংশগ্রহণ করেছে। যেখানে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী দল পাবে ৫ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় দল পাবে ৩ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী দলকে দেওয়া হবে ২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দলকে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি সম্মানিত করা হবে।

বধূর মোবাইলে মেসেজ! হামলা, দম্পতিকে মারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রতিবেশী গৃহবধূর মোবাইলে ভুলবশত মেসেজ চলে যাওয়ায় হামলায় চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও মারধর করা হল ব্যবসায়ী দম্পতিকে। এই ঘটনায় প্রতিবেশী ওই গৃহবূর স্বামী তাপস মণ্ডল ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধেই হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুর এলাকায়। গুরুতর আহত ওই ব্যবসায়ী দম্পতি রাতেই স্থানীয় সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত মিল্কি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক হামলাকারী তাপস মন্ডল ও তার দলবল। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে সন্ধান চালানো শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আক্রান্ত ব্যবসায়ী দম্পতির নাম পঙ্কজ মণ্ডল (৩৫) এবং রাজশ্রী মণ্ডল (২৮)। হামলাকারীদের হাত থেকে রেহাই পায় নি ওই দম্পতির বৃদ্ধা মা এবং নাবালক দুই ছেলেমেয়ে। হামলাকারীরা বাড়িতে ভাঙচুরের পাশাপাশি একটি চার চাকার গাড়িও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত ব্যবসায়ী পঙ্কজ মণ্ডল জানিয়েছেন, 'গত বৃহস্পতিবার তাপস মণ্ডলের স্ত্রী টুম্পা তাঁকে মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপে পরপর দু' থেকে তিনবার হাই লিখে মেসেজ পাঠায়। এরপর তিনি কেমন আছেন, কী করছেন, সেই সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু ওই মহিলার হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজের কোনও উত্তর তিনি দেননি। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির লোকেদের সঙ্গে গল্প করার সময় মোবাইল ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে আচমকায় টুম্পার হোয়াটসঅ্যাপে হাত পড়ে যায়। সেখানেই ভুলবশত গোলাপ ফুলের একটি সিম্বল পোস্ট হয়ে যায়। আর তারপরেই প্রথমে ফোন করে ওই গৃহবধূর স্বামী তাপস হুমকি দেয়। কিন্তু ভুলবশত সেই মেসেজ চলে যাওয়ার কথা বলে ক্ষমাও চান। কিন্তু এদিন রাত এগারোটা নাগাদ আচমকায় প্রতিবেশী তাপস মণ্ডল দলবল নিয়ে লোহার রড, হাঁসুয়া দিয়ে হামলা চালায়। আমাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং আমাদের হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচায়। প্রতিবেশীরা ছুটে না আসলে হয়তো হামলাকারীরা আমাদের খুন করে ফেলত।' পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে নালিশ জানানো হয়েছে।

যদিও ঘটনার পর অভিযুক্ত তাপস ও তার দলবল গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে তাপসের স্ত্রী টুম্পা মণ্ডলকে একাধিকবার এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তার পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। মিল্কি ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইলে মেসেজ পাঠানোকে কেন্দ্র করে দু'টি পরিবারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জেরে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে।

মন্দিরে স্থাপিত অষ্টধাতুর চরণ যুগল

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া



কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বলতেই যে নামটি সবার আগে উঠে আসে, তা হল কৃষ্ণনগরে ঐতিহ্যবাহী চাষাপাড়া বুড়িমা। এবার ভক্তদের জন্য রয়েছে এক বিশেষ সুখবর। জগদ্ধাত্রী পুজোর কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন নয়, এবার থেকে সারা বছরই দৈনন্দিন পুজো পাবেন চাষা পাড়া বুড়িমা। ভক্তদের ধর্মীয় আবেগ ও দীর্ঘদিনের ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে মন্দিরে স্থাপন করা হচ্ছে অষ্টধাতুর চরণ যুগল। এতদিন পর্যন্ত বুড়িমার মন্দিরে পাটার ওপর ফুল অর্পণ করে ভক্তরা পুজো দিতেন। কিন্তু এবার সেই ব্যবস্থায় আসতে চলেছে নতুন সংযোজন। মন্দিরের মধ্যে স্থায়ী ভাবে রাখা থাকবে অষ্টধাতুর তৈরি বুড়িমার চরণ যুগল। যার সামনে দাঁড়িয়ে সারা বছরই ভক্তরা তাঁদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা নিবেদন করতে পারবেন।মূলত লক্ষ লক্ষ ভক্তের কথা চিন্তা করেই এই উদ্যোগ। কারণ, জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় বুড়িমার দর্শন করতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। পুজোর নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও বহু ভক্ত বুড়িমার কাছে পুজো দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সমস্ত ভক্তের কথা মাথায় রেখেই সারা বছর পুজোর এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে চাষাড়া বুড়িমা পুজো কমিটির সহ-সভাপতি দেবাশিস ব্যানার্জি বলেন, এতদিন যাবত ভক্তরা বুড়িমায়ের কাঠামোর পাটার ওপর ফুল বেলপাতা চড়াতেন। ফলে পাটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তার ওপর বুড়ি মায়ের ভক্তদের কথা মাথায় রেখে এবার থেকে দৈনন্দিন পুজো হবে মন্দিরে। মন্দিরের পুরোহিত সকাল এবং সন্ধ্যা দুবেলাতেই নিত্যপুজো দেবেন।

দেবাশিসবাবু আরও জানান, এই চরণযুগল সম্পূর্ণ নিজের খরচায় দান করেছেন বুড়িমার মন্দিরে তা শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের সকলের অনুপ্রেরণাতে। আগামী জগধাত্রী পুজোর দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই অষ্টধাতুর বুড়িমার চরণ যুগল।

ছটপুজোর বাজারে চড়া দামের অভিযোগ ক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার হিন্দিভাষী মানুষের অন্যতম বড় উৎসব ছটপুজো। আর সেই পুজোর প্রস্তুতিতে শনিবার সকাল থেকেই পানাগড় বাজারে দেখা যায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ক্রেতাদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ভিড় সামলাতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় ব্যবসায়ীদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে পানাগড় বাজারের স্টেশন রোডে সকাল থেকেই যান চলাচল সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।

প্রাচীন রীতি মেনে ছটপুজোর প্রথম দিনে সূর্যাস্তের সময় সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে পুজো ও অর্ঘ্য নিবেদন করেন ব্রতীরা। পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের সময় ফের সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করে পুজোর সমাপ্তি ঘটে। সূর্যদেবের আরাধনাকে কেন্দ্র করেই প্রতিবছর এই উৎসব ঘিরে মেতে ওঠেন হিন্দিভাষী মানুষ। ছটপুজো উপলক্ষে পানাগড় বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে পুজোর সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। বাঁশের তৈরি কুলো, ঝুড়ি, বিভিন্ন ধরনের ফল, আখ, মাটির প্রদীপ, কলা-সহ পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সকাল থেকেই বাজারে ভিড় জমান ক্রেতারা। তবে এ বছর বাজারে এসে কিছুটা হতাশার কথাও শোনান ক্রেতাদের একাংশ।

তাঁদের দাবি, গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশ কিছু পুজোর সামগ্রীর দাম বেড়েছে। আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট বাজেট নিয়ে বাজারে এলেও দোকানে এসে জিনিসপত্রের দাম শুনে অনেককেই হিসেব বদলাতে হয়েছে। পুজোর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীটুকু কোনওরকমে কিনেই বাড়ি ফিরছেন তাঁরা। তাঁরা জানিয়েছেন, ছটপুজো হিন্দিভাষী মানুষদের পুজো হলেও এখানে সব ধর্মের মানুষদের যোগদান থাকে।

অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের দাবি, চাহিদা অনুযায়ী কোথাও কোথাও জোগান কম থাকায় কিছু সামগ্রীর দাম সামান্য বেশি রয়েছে। তবে সামগ্রিক ভাবে ফলের দাম খুব একটা বেশি নয় এবং বাজারে মোটামুটি দাম নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। ছটপুজোর আগের দিন, বিশেষ করে শনিবার হিন্দিভাষী মানুষজন বেশি সংখ্যায় বাজার করতে আসেন। তাই প্রতি বছরের মতো এ বছরও শনিবার বাজারে ক্রেতাদের ভিড় ছিল যথেষ্ট বেশি।

ছটপুজোর আগে বাজার পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন ছটপুজোকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ও পুজোর সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কিনা, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বালুরঘাটের তহবাজার পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি এবং বালুরঘাট সদর মহকুমাশাসক দীপান্বিতা পাত্র। এদিনের এই পরিদর্শনে তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের আধিকারিকেরা সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ আধিকারিকেরা। বাজারের বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তাঁরা।

মূলত ছটপুজোকে কেন্দ্র করে বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এবং দাম বাড়লে তার নেপথ্যে ঠিক কী রকম কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পাশাপাশি, জনবহুল এই বাজারের দোকানগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও ফায়ার সেফটি কতটা উপযুক্ত রয়েছে, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখা হয়।

পরিদর্শন শেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'ছটপুজোর আগে বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি এবং জিনিসপত্রের দাম কেমন আছে, তা দেখতেই আজ আমরা এখানে এসেছি। পুজোর চাহিদার কারণে কিছু জিনিসের দাম সামান্য বাড়লেও তা স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে।

জঙ্গলমহলের উৎসবে মেতেছেন নেতা মন্ত্রীরা



নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর জনসংযোগ অক্ষুণণ রাখার পাশাপাশি জনসম্পর্ক আরও মজবুত করতে সেভাবে তাদের এলাকায় যাওয়া হয়নি। তাই, জঙ্গলমহলের আদিবাসী কুড়মি সমাজের পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিচ্ছেন সেই সব এলাকার বিধায়করা। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলার হলুদকানালিতে বাঁদনা উৎসবে যোগ দিয়ে এলাকার সাধারণ পরিবারের তৈরি পিঠা খাওয়ার পর গোরু খুঁটান পরব দেখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই ধারার সূচনা করেছিলেন। তারপর বিনপুরের বিধায়ক প্রনত টুডু, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক রাজেশ মাহাতো, নয়াগ্রামের বিধায়ক অমিয় কিসকু, শালবনির বিধায়ক বিমান মাহাতো ও বান্দোয়ানের বিধায়ক লবসেন বাস্কেরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় বাঁদনা পরবের উৎসব অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিচ্ছেন। সাধারণ জনজাতি মানুষের চিরাচরিত লোকঅনুষ্ঠানে গিয়ে তাদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন। এতদিন ধরে যা কখনো হয়নি তাই করে দেখাচ্ছেন বর্তমান মন্ত্রী বিধায়করা। উৎসবের আনন্দকে আরো বর্ণময় করে তুলতে চাইছেন তারা। এজন্য জামবনি ব্লকের টুলিবড় গ্রামের মাঠে আয়োজিত বাঁদনা পরবের বিরাট খুঁটান অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত যোগ দিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তার সঙ্গে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার ৪ বিধায়ক।

সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে টুলিবড় গ্রামের মহিলাদের তৈরি গুড়ের পিঠা খান মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-সহ উপস্থিত বিধায়করা। এরপর যোগ দেন গোরু খুঁটান পরবে। নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর বিধায়ক ও নেতা-মন্ত্রীদের জঙ্গলমহলের আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও লোকাচারের সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার ছবিটি বেশ স্পষ্ট হচ্ছে।

সংস্কারের অভাবে সংকটে কাজলা দিঘি



মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

কাজলা দিঘি, আজ তার ঐতিহ্য হারিয়ে মজে যাচ্ছে। সংস্কারের অভাবে বিরাট ঐতিহাসিক জলাশয় আজ চর পড়ে ও জল শুকিয়ে মজে যেতে বসেছে।হুশ নেই প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের। অথচ এই কাজলা দিঘিতে প্রতি বছরই এই শীত পড়ার মরসুমে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি জলে ভেসে বেড়াত। প্রকৃতির বুকে কাজলা দিঘিতে ভেসে খেলা বেড়াত। এখন সেই সব অতীত হতে চলছে। তবে স্থানীয় মানুষের আশা, এই কাজলা দিঘির সংস্কার হলে আবার বিদেশি পাখির ডাক শোনা যাবে। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসবে এই কাজলা দিঘিতে।

গোঘাটের মান্দার অঞ্চলের মান্দারণ পার্কের ঐতিহ্যময় কাজলা দিঘির সংস্কারে অভাবে অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। আর সেই ভাবে ওই দিঘিতে পরিযায়ী পাখিরা আসে না। আগে আসত। এখন আর সেই ভাবে দেখা যায় না। এমনটাই জানান স্থানীয় মানুষেরা। হুগলি জেলার গোঘাটে অবস্থিত ঐতিহাসিক গড় মান্দারণ পার্কের কাজলা দিঘি মূলত মধ্যযুগীয় মান্দারণ দুর্গের প্রতিরক্ষা ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। প্রাচীন এই দুর্গনগরীর প্রায় ২০০ একর এলাকা জুড়ে থাকা জলাশয়গুলোর মধ্যে কাজলা দিঘি অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ জলাধার হিসেবে পরিচিত। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর মূল পটভূমি হল এই গড় মান্দারণ। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গ, পাঠান আক্রমণ এবং জগত সিংহ ও তিলোত্তমার কাহিনি এই দুর্গ ও এর সংলগ্ন জলাশয়গুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। স্থানীয় ভাবে জনশ্রুতি আছে, দিঘিটির জল অত্যন্ত গভীর ও কালো বা কাজলের মতো স্বচ্ছ হওয়ার কারণে স্থানীয় ভাবে এর নাম 'কাজলা দিঘি' হয়েছে বলে প্রচলিত আছে।

এ ছাড়া দুর্গ সংলগ্ন এলাকায় পীর শাহ ইসমাইল গাজীর মাজার থাকায় দিঘিটিকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে নানা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক শ্রদ্ধা কাজ করে। জানা গিয়েছে, রাজা বীরেন্দ্র সিংহ প্রথম এই দুর্গ খনন করে। পড়ে আবার লাউসেনা মজে যাওয়া দিঘির খনন করে। যাই হোক বর্তমানে আবারও খনন করে সংস্কারের দাবি তুলছেন স্থানীয়রা।

তবে স্থানীয় বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার এই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মান্দারণের উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। বিজেপি সরকারকে সময় দিন, অবশ্যই কাজলা দিঘি-সহ মান্দারণের উন্নয়ন হবে।

'ভালোবাসি ঝাড়গ্রাম' সেলফি জোন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম বন দপ্তর। শহরের উপকণ্ঠে বাদরভোলায় প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে 'ভালোবাসি ঝাড়গ্রাম' নামে একটি সেলফি জোন। কাঠের পাটাতন দিয়ে উঁচু মঞ্চ তৈরি করে বাঁশ ও শালবল্লি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা জায়গাটি। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেলফি জোনের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, ঝাড়গ্রাম বন দপ্তরের ডিএফও উমর ইমাম-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাদরভোলার কাছে শালবনি রাজ্য সড়কের দু'পাশে রয়েছে বিস্তীর্ণ শালবন। এলাকাটি হাতির করিডর হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই হাতির দল রাস্তা পারাপার করে। জঙ্গলের অপূর্ব সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পর্যটক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি ও সেলফি তোলেন। এতে হাতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সেই ঝুঁকি কমাতেই নিরাপদ স্থানে এই সেলফি জোন তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে পর্যটকরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি স্মরণীয় মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ



পর্যটনের প্রসারে এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঘন শালবন, জীববৈচিত্র্য ও জঙ্গলমহলের ঐতিহ্য পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটনের পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে পারলে ঝাড়গ্রাম আগামী দিনে রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠবে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের উদ্যোগে পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। বন ও বন্যপ্রাণীকে সুরক্ষিত রেখে পর্যটনের বিকাশের লক্ষ্যে 'ভালোবাসি ঝাড়গ্রাম' সেলফি জোন নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলেই আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

কাজিরাঙা: মৃত্যু বেড়ে ২৬, সঙ্কটে ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুয়াহাটি, ১৪ নভেম্বর: কাজিরাঙার কাছে পথ দুর্ঘটনায় এখনও খোঁজ মেলেনি প্রাণে বেঁচে যাওয়া বছর দুয়েকের এক শিশুপুত্রের পরিবারের। শুক্রবারের ওই দুর্ঘটনায় মৃত ২৬ জনের মধ্যে দু'জনের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত। প্রশাসন সূত্রে খবর, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৮ জন আহতের মধ্যে সাত জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। শনিবার গোলাঘাট ও জোরহাটে নিহতদের দেহের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় কপালে আঘাত পাওয়া বছর দুয়েকের শিশুপুত্রকে শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে বোকাখাটের মহকুমা হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। শনিবার সকালে সিটি স্ক্যানের জন্য এক নার্স ও দুই ওয়ার্ডকর্মীর তত্ত্বাবধানে তাকে গোলাঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মায়ের সঙ্গেই শিশুটি ওই বাসে ছিল বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু শনিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত তার বাবা-মা বা অন্য কোনও অভিভাবকের খোঁজ মেলেনি। পরিবারের সন্ধান না মিললে এবং সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকলে শিশুটিকে আপাতত শিশু কল্যাণ সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হবে। শিশুটির পরিচয় জানতে সাধারণ মানুষেরও সাহায্য চেয়েছে প্রশাসন। আহত ১৮ জনের মধ্যে জোরহাট মেডিক্যাল কলেজের আইসিইউ-তে ভর্তি থাকা সাত জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গোলাঘাট ও জোরহাটের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাকি ১১ জনের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও এখনও কাউকে ছুটি দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন গোলাঘাটের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার। মন্ত্রী রণজ পেগু জানিয়েছেন, আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে এবং প্রয়োজনে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশেষ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থাও করা হবে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি হতাহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ গোলাঘাট জেলার রঙ্গাজানে ৭১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় মিনিবাসের সঙ্গে কন্টেনার ট্রাকের।

সিআরপিএফ ছাউনিতে হামলায় ৫০০ জন সন্দেহভাজনকে জেরা, আটক ২০

শ্রীনগর, ১৪ নভেম্বর: কুলগামে সিআরপিএফ ছাউনিতে হামলাকারী তিন জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি আরও জোরালো করা হয়েছে। জঙ্গিরা কোন পথ ধরে পালিয়েছে তা চিহ্নিত করে সেই পথেই তল্লাশি জারি রেখেছে সেনা। হামলার পর থেকে ইতিমধ্যেই ৫০০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। সন্দেহভাজন ২০ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, যাঁদের আটক করা হয়েছে তাঁরা জঙ্গিদের নানা রকমভাবে সহযোগিতা করতেন বলে সন্দেহ। হামলা চালানো থেকে শুরু করে আত্মগোপন করা এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কাররা (ওজিডব্লিউ)। সে রকমই ২০ জনকে আটক করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছিল, জঙ্গিরা বাইকে করে এসেছিল। কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা হেঁটে জঙ্গলের ভিতর থেকে এসেছিল। গুলি চালিয়ে আবার জঙ্গলের পথেই পালিয়ে যায়। ৩০ রাউন্ড গুলি চালায় জঙ্গিরা। হামলার পর থেকে জঙ্গিদের ধরতে কুলগাম এবং সংলগ্ন অঞ্চলে তল্লাশি আরও জোরদার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ কুলগামের মীর বাজারের কাছে আখরানে সিআরপিএফের ৪৬ ব্যাটেলিয়নের নাকাপার্টিতে হামলা চালায় তিন জঙ্গি। তাতে আহত হয়েছেন হেড কনস্টেবল সোমবীর সিং, কনস্টেবল রাকেশ দাস এবং কনস্টেবল সন্তোষ চন্দ্র। সোমবীরের হাতে গুলি লেগেছে, রাকেশের পায়ে এবং সন্তোষের তলপেট এবং মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছে। তাঁদের তিন জনকে অনন্তনাগের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সন্তোষকে শ্রীনগরের সেনা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

আগামী সপ্তাহেই মুখোমুখি ট্রাম্প-পুতিন-জিংপিং

বেজিং, ১৪ নভেম্বর: আগামী সপ্তাহেই চিন সফরে ৩ রাষ্ট্রনেতা। হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, সেই সম্মেলনের ফাঁকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভ্লাদিমির পুতিন এবং শি জিনপিংয়ের মধ্যে বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস সাংবাদিকদের জানান, দক্ষিণ চিনের শেনঝেন শহরে এশিয়া-প্যাসিফিক একটি অর্থনৈতিক সমন্বয়ের শীর্ষ সম্মেলন যোগ দিতে আসবেন আমেরিকার প্রধান। সেখানেই রাশিয়া ও চিনের নেতাদের মধ্যে এই ঐতিহাসিক বৈঠক হতে পারে। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করেছেন যে, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তিনি বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাসের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন, কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করেন, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার অত্যন্ত বিপজ্জনক।' মনে করা হচ্ছে, বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির এই বৈঠকে উঠে আসতে পারে ইরান প্রসঙ্গ, তবে ইউক্রেন নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা নেই বলেই জানা যাচ্ছে। মস্কো ও বেইজিং এ বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি। এপি ও রয়টার্স সংবাদসংস্থার তথ্য অনুযায়ী, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, এই আলোচনার পর কোনও চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। জানা গিয়েছে, ২১টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ট্রাম্প বুধবার গভীর রাতে শেনঝেনে পৌঁছবেন। এছাড়া বৃহস্পতিবার তিনি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নেবেন।

ময়দান

ভুটানকে হারিয়ে সাফের ফাইনালে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দশম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোল ভারত। শনিবার ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে ভুটানকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল নৌশাদ মুসার দল। ভারতের হয়ে গোল করেন পিভি বিষ্ণু ও অধিনায়ক চিংলেনসানা সিং। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ করে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করেছিল ভুটান। তবে শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তান। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে ভারত। অষ্টম মিনিটেই প্রথম সাফল্য আসে। খাইমিনথাং লুংডিমের বাড়ানো লম্বা তির্যক পাস ধরে বাঁ দিক থেকে বক্সে ঢুকে পড়েন পিভি বিষ্ণু। দুরন্ত দক্ষতায় বল নিয়ন্ত্রণ করে ডান পায়ে নিখুঁত শটে ভুটানের গোলরক্ষক গিয়েলতশেন জাংপোকে পরাস্ত করেন ইস্টবেঙ্গলের এই ফরোয়ার্ড। ১-০ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। এর পর ২৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান অধিনায়ক চিংলেনসানা সিং। ডান দিক থেকে মাংলেনথাং কিপগেনের নেওয়া কর্নার ভুটানের রক্ষণ ঠিকমতো সামলাতে পারেনি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বক্সের মধ্যে বল পেয়ে জোরালো শটে জালে বল পাঠান চিংলেনসানা। প্রথমার্ধ শেষ হয় ভারতের ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা অবস্থায়। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ম্যাচের ছবিটা বদলে যায়। ৪৮ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে ভারতীয় রক্ষণ বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয়। বক্সের বাঁ দিক থেকে গিয়েলতশেনের নেওয়া শট ডান দিকে চলে গেলে কিনজাং তাশি তোবদেন হেড করে বল জালে পাঠান। প্রথমে অফসাইডের পতাকা উঠলেও ভিডিও পর্যালোচনার পর গোলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন রেফারি। গোল খেয়ে চাপে পড়ে ভারত। ভুটান একের পর এক আক্রমণ তুলে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করে। ৬৫ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল ভারত। কিন্তু ভিডিও পর্যালোচনার পর সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। ৮৫ মিনিটে সুহেল ভাটের শট ক্রসবারে লাগে।

হার দিয়ে মুস্তাক আলি শুরু বাংলার: সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফির প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেল বাংলা। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কর্নাটকের কাছে ১৯ রানে হারলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। সুদীপ কুমার ঘরামি ও শাহবাজ আহমেদের অর্ধশতরানও কাজে এল না।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

কোটাক মহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয় - ২৭ বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১
ব্রাঞ্চের ঠিকানা : ব্লক বি, ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, কাংকারিয়া এস্টেট, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৬

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩ (২)-এর অধীনে নোটিশ

কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, যা ইন্ডিয়ান কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৬৫-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় ২৭ বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১-এ অবস্থিত (যাকে এরপরে ''কেএমপিএল'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে নিযুক্ত হয়ে, এতদ্বারা আপনাকে নিম্নলিখিত নোটিশ জারি করছেন-

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতার নাম ১. মুন্না অ্যাসোসিয়েটস (ঋণগ্রহীতা) যার ঠিকানা সি ২৩৪ সার্ভে পার্ক সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫ মোবাইল নং ৯১২৩৩৬৭১৪০, **২. শ্রী মুন্না মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা জনার্দন মণ্ডল, যার ঠিকানা** ৪৪এ১, কেএন সেন রোড, কসবা, কলকাতা , ৭০০০৪২ মোবাইল নং ৯১২৩৩৬৭১৪০ এছাড়া ১৪/২৮ চৌবাগা রোড, তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ মোবাইল নং ৯১২৩৩৬৭১৪০-এ, **৩. শ্রীমতী শুক্লা মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) পিতা চন্দন দাস, যার ঠিকানা** ১৪/২৮ চৌবাগা রোড, তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ মোবাইল নং ৮২৪০০২১৮২০

লোন এ/সি নম্বর KLAP-93457

১৩(২) নোটিশের তারিখ : ১১.১১.২০২৬, এনপিএ তারিখ : ০৩/১১/২০২৬

ধারা ১৩(২) অ্যাক্ট নোটিশ অনুযায়ী ডিমান্ড তারিখ এবং পরিমাণ : ১১.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২,৪৮,৬২,৪১০.২৩/- টাকা (দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশো দশ টাকা এবং তেইশ পয়সা)

বন্ধক রাখা সম্পত্তি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, পূর্ব যাদবপুর থানার অধীনে, জে.এল. নং ২২, রে সা নং ১৫১, তৌজি নং ১৫১, মৌজা - সন্তোষপুরে আর.এস. খতিয়ান নং ১৪-এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৮২৮-এর অংশ গঠনকারী প্রায় ৩ কাঠা, ২৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটের উপর নির্মিত এবং অবস্থিত G+III তলা বিশিষ্ট ভবনের প্রায় ১৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং [3] প্রায় ১৭৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সম্পূর্ণ প্রথম ফ্লোর, যা বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১০৯-এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৭৫৫, সার্ভে পার্ক, কলকাতা, ৭০০ ০৭৫ হিসাবে পরিচিত এবং চিহ্নিত, সেই সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

তারিখ : ১৩.১১.২০২৬ **কোটাক মহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্থান : কলকাতা **স্বা /- অনুমোদিত অফিসার**

e-TENDER NOTICE PUBLISHED
N.I.e-T. No.: 07/2026-27/VB-G RAM G vide Memo No. 422/Bh-I P.S., Dated 13/11/2026. Details: **https://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Executive Officer, Bharatpur -I, Murshidabad

Office of The Umrapur Gram Panchayat
Under Suti-|| Dev.Block, P.O.-Umrapur, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
are invited through on- line bid system under following tender **NIeT No -02/2026-27,** Dated-**06/11/2026**, The Last Date of application of tender is **18/11/2026 upto 02.00 hours.** Tender **ID-2026_ZPHD_5085530_1 to 3.** For details please visit website **http:// wbtenders. gov.in**
Sd/- Executive Assistant, Umrapur Gram Panchayat

নবীন অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
CIN : L15431WB1979PLC032425
রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০৭
ওয়েবসাইট : naviagroltd.in, ই-মেল : navinagroind@gmail.com, ফোন নং : ৭০৫৩০৯৯৫০১

৩০ সেপ্টেম্বর' ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
	আয়						
I	কার্যাদি থেকে আয়	১২১.৬১	১০৭.০১	১৩২.৯১	২৫৪.৫২	১১৯.৭৯	৬২৪.৯৭
II	অন্যান্য আয়	.২০	-	.০৫	.২৫	-	.০০
III	**মোট আয় (I+II)**	১২১.৮১	১০৭.০১	১৩২.৯৬	২৫৪.৭৭	১১৯.৭৯	৬২৪.৯৭
IV	**ব্যয়সমূহ**						
	মজুত পণ্যের ক্রয়	৮৩.৪৪	৮৪.৬৩	৮৪.৬৯	১৬৮.১৩	৮৪.৬৩	১৯৪.০১
	মজুত পণ্যের তালিকায় (বৃদ্ধি)/হ্রাস	২.৩০	-১৫.০৬	৭.৫০	৯.৮০	-১৩.৫৯	-৩৬.৫১
	কর্মচারী সুবিধা ব্যয়	১৯.৫৫	৪.৯৫	১৩.০৯	৩২.৬৩	৯.৯০	২৪.৬৭
	অর্থসংস্থান ব্যয়	.০০	.০০	.০০	.০০	.০০	২৫৯.৮৪
	অবচয় এবং অ্যামোর্টাইজেশন ব্যয়	.০০	.০০	.০০	.০০	.০০	.২০
	অন্যান্য ব্যয়	১৬.৬৯	১.৪৬	৩৯.৬৪	৫৬.৩৩	৩.০৩	১২৪.৫৩
	আরবিআই নির্দেশিকা অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসেটের বিপরীতে আকস্মিক সংস্থান	.০০	.০০	.০০	.০০	.০০	১৬.৭৩
	মোট ব্যয় (IV)	১২১.৯৭	৭৫.৯৮	১৪৪.৯৩	২৬৬.৯০	৮৩.৯৮	৫৮৩.৪৯
V	**ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (I-IV)**	-.১৬	৩১.০৩	-১১.৯৭	-১২.১৩	৩৫.৮১	৪১.৪৯
VI	ব্যতিক্রমী দফা	-	-	-	-	-	-
VII	**কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (V-VI)**	-.১৬	৩১.০৩	-১১.৯৭	-১২.১৩	৩৫.৮১	৪১.৪৯
VIII	**কর ব্যয়**						
	চলতি কর	-	-	-	-	-	১৪.৯২
	পূর্ববর্তী বছরের কর	-	-	-	-	-	.০০
	বিলম্বিত কর ব্যয়/(রিভার্সাল)	-	-	-	-	-	-.০২
IX	**সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (VII-VIII)**	-.১৬	৩১.০৩	-১১.৯৭	-১২.১৩	৩৫.৮১	২৬.৫৮
X	**অন্যান্য ব্যাপক আয়**						
	যে দফাগুলি লাভ বা ক্ষতির মধ্যে পুনঃশ্রেণিভুক্ত করা হবে না						
	অন্যান্য ব্যাপক আয়ের মাধ্যমে ইক্যুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট	-	-	-	-	-	-
	আয়কর প্রভাব	-	-	-	-	-	-
	মোট অন্যান্য ব্যাপক আয়, কর পরবর্তী নিট	-	-	-	-	-	-
XI	**সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (IX+X)**	-.১৬	৩১.০৩	-১১.৯৭	-১২.১৩	৩৫.৮১	২৬.৫৮
	আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪,২২৮.১২	৩,৪৯২.১২	৪,২২৮.১২	৪,২২৮.১২	৩,৪৯২.১২	৩,৪৯২.১২
XII	**ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয়**	০	০	০	০	০	০
	(১) মৌলিক (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	(০.০০)	০.৮৯	(০.২৮)	(০.২৯)	১.০৩	০.৭৬
	(২) মিশ্রিত (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	(০.০০)	০.৮৯	(০.২৮)	(০.২৯)	১.০৩	০.৭৬

দ্রষ্টব্য
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৩/১১/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সংশ্লিষ্ট সভায় পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ফলাফলের একটি ''সীমিত পর্যালোচনা'' (লিমিটেড রিভিউ) সম্পন্ন করেছেন।
৩. কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৬ দ্বারা সংশোধিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী কোম্পানির এই আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. ৩০ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং CIR/CFD/CMD/15/2015 দ্বারা নির্ধারিত অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক ফলাফলের ফরম্যাটটি ৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখের সেবি সার্কুলার এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর তফসিল III (ডিভিশন II) যা Ind AS-এর সাথে আবশ্যক, তা পরিপালনের জন্য সংশোধিত করা হয়েছে।
৫. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে যেখানে প্রয়োজন পুনর্দলভুক্ত/পুনঃশ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।
৬. কোম্পানির শুধুমাত্র একটি সেগমেন্ট রয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
(রাঘবেন্দ্র দুবে)
ডিরেক্টর
DIN : 08719568

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৬

AGIO PAPER

এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সিআইএন নং: L21090WB1984PLC037968
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৫০৫ ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.in, মেল আইডি : ho@agiopaper.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)
মোট আয়	**০.২৬**	**২.৭৮**	**১.৬৯**
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	**(৫১.৪৭)**	**(১,৮০৫.১৮)**	**(১,৬৬৯.৫৪)**
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়):			
মৌলিক ও মিশ্রিত	**(০.৩২)**	**(১১.১৯)**	**(১০.৩৫)**

দ্রষ্টব্য:
১. উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক/মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার মাত্র। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.agiopaper.in) উপলব্ধ রয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
ডিআইএন: 03106149
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Superintendent of Police, Special Task Force, WB, invites e-Tender STF WB/SP/e-NIT-02/2026-27 (Tender ID-2026_WBP_5085550_1) Date: 12/11/2026 from reliable, resourceful, bonafide, and experienced firm's/ companies'/ individual contractor Procurement of Gymnasium equipment for Police Station at Special Task Force, WB, Kolkata. Bid submission start date: From 12.00 hrs. from the day of paper Publication. Bid submission closing date: Till 17.00 hrs. (5.00PM) of 07 days from Bid Submissions start date. Sd/- Superintendent of Police (HQ), Special Task Force, West Bengal
ICA- T19909(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Superintendent of Police, Special Task Force, WB, invites e-Tender STF WB/SP/e-NIT-04/2026-27 (Tender ID-2026_WBP_5085552_1) Date 12/11/2026 from reliable, resourceful, bonafide, and experienced firm's/ companies'/ individual contractor Procurement of Gymnasium equipment for Head Quarter at Special Task Force, WB, Kolkata. Bid submission start date: From 12.00 hrs. from the day of paper Publication. Bid submission closing date: Till 17.00 hrs. (5.00 PM) of 07 days from Bid Submissions start date. Sd/- Superintendent of Police (HQ), Special Task Force, West Bengal
ICA- T19911(2)/2026

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

সিআইএন: L27120WB1947PLC015767
নিবন্ধিত কার্যালয়: গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৪তম ফ্লোর, ব্লক ইপি ও জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ফোন নং: (০৩৩)৪০৫২-৬০০০, ইমেল: kkg@hul.net.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষ		সমাপ্ত বছর
	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পূর্বে সাধারণ কার্যকলাপ থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৮৪২.৯০	২৫.৯৫	৮৬৮.৮৫	৮৩৫.৬৪	৮৬৯.৬১	৯৩০.৬৯	৩৫.৫৭	২৫.৯৫	৬২.২৮	২৮.৩১	৬১.৫২	১২৩.৩৬
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে এবং সহযোগী কোম্পানিসমূহ থেকে লাভের পরে)	৮৪২.৯০	২৫.৯৫	৮৬৮.৮৫	৮৩৫.৬৪	৮৬৯.৬১	৯৩০.৬৯	১,০৫৬.০২	১,৪৩০.১৮	১,৮৩৩.১৯	২,৪৮৬.২০	২,৭৯৬.৯৫	৬,৭৭০.২৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাসমূহের পরে এবং সহযোগী কোম্পানিসমূহ থেকে লাভের পরে)	৬৩৯.৪৭	৬৮.৪৯	৭০৭.৯৬	৬৪১.৯৬	৬৬৯.৬৩	৮৪৪.৫১	৮৫২.৫৯	১,৪৭২.৭২	২,৫৯৬.৯৭	১,৬৩৯.৫১	২,৩২৫.৩১	৬,৬৮৪.১১
মোট সামগ্রিক আয় (সংশ্লিষ্ট সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত)	৬০৫.৫৫	১১৫.৬১	৭২১.১৬	৯১৭.২৮	৮৫৯.৬৭	৭৮৩.৬২	১,০৪৭.৮০	১,৬৮৩.৩১	২,৭৩১.১১	৫,৩১৪.৩৪	২,৬৬৬.০৬	১০,১৫০.৮০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫



একদিন নবপত্রিকা



সূর্যের কাছে কৃতজ্ঞতা, প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ

ছট মহাপর্বের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি মানুষের চিরন্তন ঋণস্বীকার, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার এক গভীর জীবনদর্শন।



উজ্জ্বল কুমার দত্ত

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সূর্যের প্রভাবের সঙ্গে তুলনা চলে এমন প্রাকৃতিক শক্তি খুব বেশি নেই। প্রতিদিন পৃথিবীর অন্ধকার সরিয়ে যে আলো আমাদের জীবনে প্রবেশ করে, তার স্পর্শেই মাটির বুকে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। সূর্যের উষ্ণতায় শস্যের দানা পরিপুষ্ট হয়। সচল থাকে নদী ও সমুদ্রের জলচক্র। সূর্যকে ঘিরে মানুষের বিস্ময় ও আরাধনার ইতিহাস তাই সভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। আধুনিক বিজ্ঞান সূর্যের শক্তির উৎস ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। কিন্তু তার প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টির বহু আগে থেকেই পৃথিবীর নানা সভ্যতায় প্রবাহিত। ভারতীয় সংস্কৃতি সেই কৃতজ্ঞতাকে এক গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উন্নীত করেছে। ছট মহাপর্ব সেই চিরন্তন উপলব্ধিরই এক অসাধারণ প্রকাশ।

কার্তিক মাসের হেমন্তসন্ধ্যা। পশ্চিম আকাশে সূর্যের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। নদীর ঘাটে মানুষের ভিড়। জলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ব্রতীরা। কারও হাতে বাঁশের ডালা, কারও হাতে ফল, আখ ও প্রসাদে সাজানো কুলো। চারদিকে প্রদীপের আলো। বাতাসে ভেসে আসছে ছটের লোকগান। সূর্য যখন দিগন্তের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন হাজার হাজার মানুষ তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। দৃশ্যটির মধ্যে এমন এক নিবিড় আবেগ রয়েছে, যা কেবল ধর্মীয় আচারের সীমায় আটকে থাকে না। মনে হয়, মানুষ যেন তার জীবনের সমস্ত প্রাপ্তি ও নির্ভরতার কথা স্মরণ করে প্রকৃতির কাছে মাথা নত করছে।

ছট মূলত সূর্যোপাসনার উৎসব। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পরবের দীর্ঘ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। দেশের বাইরে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও ছটের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। অঞ্চলভেদে এর পরিচিতি সূর্য ষষ্ঠী, প্রতিহার ষষ্ঠী কিংবা ডালা ছট নামে। লোকবিশ্বাসে সূর্যদেবের পাশাপাশি ষষ্ঠী মাতা বা ছটী মাইয়ের আরাধনাও এই উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সন্তানসন্ততির মঙ্গল, পরিবারের সুস্থতা ও সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় ব্রতীরা কঠোর নিয়মে এই উপাসনা করেন।

প্রাচীন ভারতীয় মননে সূর্যের স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে সূর্য, সবিতা, মিত্র, পূষা ও আদিত্যরূপে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতার কাছে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার আলোকপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানানো হয়েছে। প্রাচীন ঋষিরা সূর্যকে কেবল আকাশের একটি জ্যোতিষ্ক হিসেবে দেখেননি। তাঁদের উপলব্ধিতে সূর্য ছিলেন জগতের প্রাণশক্তি এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মিত গতির অন্যতম নিয়ামক। এই উপলব্ধির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানেরও একটি গভীর যোগ রয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্য একটি নক্ষত্র। তার কেন্দ্রে সংঘটিত নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়ায় বিপুল শক্তির উৎপত্তি হয়। সেই শক্তির সামান্য অংশ পৃথিবীতে পৌঁছেই জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় অসামান্য ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোক অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের জোগান বজায় রাখতে সাহায্য করে। সূর্যের তাপ জলকে বাষ্পীভূত করে। মেঘ তৈরি হয়। বৃষ্টির মাধ্যমে জল ফিরে আসে নদী, সমুদ্র ও মাটিতে। কৃষি উৎপাদন থেকে শুরু করে ঋতুচক্রের স্বাভাবিক ছন্দ পর্যন্ত প্রকৃতির অসংখ্য প্রক্রিয়া সূর্যের শক্তির সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা জানত না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সহাবস্থানের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছিল, সূর্য ছাড়া জীবনের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেই উপলব্ধিই সূর্যোপাসনার সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

ছটের চার দিনের আচারেও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দিন নাহায়-খায়। স্নান ও শুচিতার মধ্য দিয়ে ব্রতের সূচনা। দ্বিতীয় দিন খরনা। সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যায় পূজা ও প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কঠোর নির্জলা উপবাস। তৃতীয় দিন অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। পরদিন ভোরে উদীয়মান সূর্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় ব্রত। প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে শৃঙ্খলা, সংযম, পরিচ্ছন্নতা এবং মানসিক প্রস্তুতির এক দীর্ঘ অনুশীলন। ব্রতীদের নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন এই উৎসবকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

তবে ছটের সবচেয়ে গভীর তাৎপর্য সম্ভবত লুকিয়ে রয়েছে অস্তগামী সূর্যের উপাসনায়। সাধারণত মানুষ উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানায়। নতুন দিনের আলোয় জেগে ওঠে পৃথিবী। কিন্তু দিনের শেষে যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে, তখন তাঁকে বিদায় জানানোই প্রচলিত রীতি। ছট সেই পরিচিত ভাবনার মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। এখানে অস্তগামী সূর্যও সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারী।

এই উপাসনার মধ্যে রয়েছে এক অসাধারণ জীবনদর্শন। জীবনের প্রতিটি পর্যায়েরই নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। কেবল উত্থান, সাফল্য ও যৌবনের দীপ্তিই শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। অবসান, বার্ধক্য ও ম্লান হয়ে আসা সময়েরও রয়েছে নিজস্ব সৌন্দর্য। যে মানুষ একদিন কর্মক্ষমতা ও প্রতিপত্তির শিখরে ছিলেন, বয়সের ভারে তাঁর শক্তি কমে গেলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাওয়ার কথা নয়। যে সম্পর্ক একদিন আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল, সময়ের পরিবর্তনে তার উজ্জ্বলতা কিছুটা ম্লান হলেও তার স্মৃতির মূল্য ফুরিয়ে যায় না। অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে যেন এই মানবিক বোধটিই প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীকে আলো দেওয়ার পর বিদায়বেলাতেও সূর্য প্রণাম পান। তাঁর অস্ত যাওয়া কোনও অবজ্ঞার বিষয় হয়ে ওঠে না।

পরদিন ভোরে আবার সেই সূর্যের প্রত্যাবর্তন। অন্ধকার কাটিয়ে নতুন আলোর আবির্ভাব। আগের সন্ধ্যার অর্ঘ্য ও পরদিন সকালের অর্ঘ্যের মধ্যে তাই একটি পূর্ণ বৃত্ত তৈরি হয়। অস্ত ও উদয় এখানে পরস্পরের বিরোধী নয়। তারা একই চিরন্তন গতির দুটি পর্যায়। মানুষের জীবনও তো এমনই। কোনও প্রাপ্তিই চিরস্থায়ী নয়। কোনও অন্ধকারও চিরকাল থাকে না। সময়ের নিয়মে এক অধ্যায়ের অবসান ঘটে। অন্য অধ্যায়ের সূচনা হয়। ছটের উপাসনায় এই সত্যটি কোনও দার্শনিক বক্তৃতা ছাড়াই মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।

এই উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। পূজার ডালায় সাজানো থাকে আখ, কলা, নারকেল, পেয়ারা এবং ঋতুভিত্তিক নানান ফলমূল। ডালায় থাকে চাল, গম ও অন্যান্য কৃষিজাত উপকরণ। ঘরে তৈরি হয় ঠেকুয়া-সহ বিভিন্ন পাকোয়ান। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে মাটির উর্বরতা, কৃষকের পরিশ্রম এবং প্রকৃতির দানের স্বীকৃতি। একটি ফলের পেছনে যেমন মাটি, জল, আলো ও মানুষের শ্রম জড়িয়ে থাকে, তেমনই একটি শস্যদানা উৎপাদনের পিছনেও কাজ করে প্রকৃতির অসংখ্য শক্তির সম্মিলিত ভূমিকা। ছটের অর্ঘ্যে তাই শুধু সূর্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না। প্রকৃতির সামগ্রিক অবদানকেও স্বীকার করা হয়।

ছটের উপাসনায় মন্দিরের আড়ম্বর কিংবা পুরোহিতের মধ্যস্থতা অপরিহার্য নয়। কোনও জটিল আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে না। জলাশয়ের তীরে দাঁড়িয়ে ব্রতী নিজের হাতে সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। জল, ফল, ফুল ও প্রকৃতির দানই হয়ে ওঠে উপাসনার প্রধান উপকরণ। এই সরলতার মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ তাৎপর্য। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিপুল সম্পদের প্রয়োজন পড়ে না। যেগুলির প্রয়োজন সেগুলি হচ্ছে নিষ্ঠা, বিশ্বাস এবং অন্তরের পবিত্রতা। ধর্মীয় আচারের এই সহজ ও প্রত্যক্ষ রূপ ছটকে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে।

সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও ছটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎসবের কয়েক দিন আগে থেকেই পাড়া-মহল্লায় শুরু হয় প্রস্তুতি। নদীর ঘাট ও পুকুরের পাড় পরিষ্কার করা হয়। রাস্তা সংস্কার, আলোর ব্যবস্থা এবং পূজার স্থান সাজানোর কাজে এগিয়ে আসেন স্থানীয় মানুষ। কেউ ফলমূল জোগাড় করেন। কেউ প্রসাদ তৈরিতে সাহায্য করেন। কেউ আবার ব্রতীদের যাতায়াত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করেন। বাড়ির গণ্ডি পেরিয়ে উৎসবটি সমগ্র সমাজের হয়ে ওঠে। সামাজিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার এই ছবিটি আজকের বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ নাগরিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বিশেষ করে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বহু মানুষের কাছে ছট কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়। এটি শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের উপলক্ষ। কর্মসূত্রে দূরে থাকা মানুষ এই সময়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন। পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হন। পুরনো সম্পর্কের পুনর্নবীকরণ ঘটে। লোকগান, পারিবারিক স্মৃতি এবং প্রজন্মান্তরে বহমান আচার-অনুষ্ঠান মিলিয়ে ছট হয়ে ওঠে এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। প্রবাসেও এই উৎসবের আয়োজন সেই শিকড়ের টানকেই নতুন করে প্রকাশ করে।



কিন্তু প্রকৃতির উপাসনা করতে গিয়ে প্রকৃতির ক্ষতি করলে এই উৎসবের মূল দর্শনই প্রশ্নের মুখে পড়ে। নদী ও পুকুরের জলে প্লাস্টিক, পলিথিন কিংবা রাসায়নিক পদার্থ ফেলে অর্ঘ্য নিবেদন করলে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে জল জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই জলকে পরিচ্ছন্ন রাখাও মানুষের দায়িত্ব। যে সূর্যের শক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, সেই সূর্যের আলোয় বেঁচে থাকা পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষাও আমাদের কর্তব্য। ছটের প্রকৃতি-নির্ভর দর্শন তাই শুধু উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেও জায়গা দিতে হবে।

আজকের পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমির সংকোচন, নদীদূষণ এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় মানুষের অস্তিত্বের সামনে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় মানুষ অনেক সময় ভুলে যায়, প্রকৃতির সম্পদ অসীম নয়। নদীকে দূষিত করে, জলাশয় বুজিয়ে, নির্বিচারে গাছ কেটে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হলেও তার মূল্য শেষ পর্যন্ত মানুষকেই দিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে ছটের অন্তর্নিহিত দর্শন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পনের অর্থ নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া নয়। এর অর্থ প্রকৃতির নিয়ম ও সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করা। নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতার কথা মনে রাখা। সেই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিতে পারে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ।

সূর্যের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে আসলে কোনও বিচ্ছিন্নতা নেই। সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়া মানে সেই মহাজাগতিক শক্তিকে শ্রদ্ধা জানানো, যার উপর পৃথিবীর প্রাণধারণ নির্ভরশীল এবং প্রকৃতির কাছে মাথা নত করার অর্থ মাটি, জল, বাতাস, উদ্ভিদ ও জীবজগতের সম্মিলিত অস্তিত্বকে সম্মান জানানো। এই উপলব্ধি মানুষকে নিজের অবস্থান সম্পর্কেও সচেতন করে। পৃথিবী মানুষের একার সম্পত্তি নয়। পৃথিবী অসংখ্য জীব ও প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া একটি আবাসস্থল।

হেমন্তের সেই সন্ধ্যায় নদীর জলে যখন অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো কেঁপে ওঠে, তখন দৃশ্যটি যেন এক প্রাচীন প্রার্থনার রূপ নেয়। পরদিন ভোরে যখন পূর্ব আকাশে নতুন সূর্যের আবির্ভাব ঘটে, তখন মানুষের মনে জেগে ওঠে নতুন দিনের প্রত্যাশা। এই দুই মুহূর্তের মাঝখানে ছট মহাপর্ব আমাদের জীবনের এক অনিবার্য সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যা পেয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞ হতে হবে। যা হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। যে প্রকৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে।

ছটের প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্ভবত এখানেই। এটি শুধু সূর্যবন্দনার উৎসব নয়। এটি মানুষের অহংকার থেকে বিনয়ের দিকে ফিরে আসার উৎসব। প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা নেওয়ার উৎসব। অস্তগামী সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেন স্বীকার করে, জীবনের কোনও পর্যায়ই তুচ্ছ নয়। প্রতিটি বিদায়ের মধ্যেই রয়েছে স্মৃতি। প্রতিটি নতুন ভোরের মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনা এবং এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে রয়েছে প্রকৃতির সেই চিরন্তন ছন্দ, যার সঙ্গে মানুষের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

(মতামত ব্যক্তিগত)

বই-কথা

আধ্যাত্মিকতার পরম পরশে অনন্য বই



স্বপনকুমার মণ্ডল

বাজারে ধর্মীয় গ্রন্থের অভাব নেই। এখনও ধর্মপ্রাণ বাঙালির ঘরেও ধর্মশাস্ত্রের বই মেলে। অথচ ধর্মবিমুখ বাঙালির মনে সহজে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারের আয়োজন সেখানে সচরাচর মেলে না । সেদিক থেকে প্রবীণ লেখক তরুণকুমার গোস্বামীর সদ্য প্রকাশিত 'আধ্যাত্মিকতাতেই জীবনের পরম শান্তি' বইটি আপনাতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে,অপরিহার্য মনে হয়। শুধু তাই নয়, সেখানে ভোগী জীবনের উপান্তে এসে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের আগেই জীবনের পরতে পরতে আধ্যাত্মিকতার পরম পরশের উপযোগিতা বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারের নিবিড় আয়োজন তাতে বর্তমান। আধুনিক কালে ভোগে আনন্দ পাওয়ার নানা আয়োজন, রকমারি হাতছানি। ভোগে অপার সুখের অনন্ত চাহিদায় লোকের মনে টাকার পিছনে হন্য হয়ে ছোটার বাতিকে যত টাকা,ততই সুখ-এর বিভ্রম মানুষকে শুধু বিপথগামী করে তোলেনি, সব থেকেও কিছু না থাকার শূন্যতা বোধ জাগিয়ে তোলে,সব পেয়েও কিছুই না পাওয়ার যন্ত্রণা বয়ে আনে। আসলে অর্থের প্রাচুর্যে বা ধনের গরিমায় সুখ মেলে না, উল্টে ক্ষণকালের সুখ হারিয়ে দুঃখ জেগে ওঠে, মুখের হাসি মিলিয়ে পরাজিতের হীনমন্যতা সক্রিয় হয়। এজন্য মূলধনের চেয়ে সবচেয়ে জরুরি মনধনের, বাইরের দুটি চোখের চেয়েও অমূল্য মনের চোখ। আধ্যাত্মিক চেতনার বিস্তারে মনের ছানি কেটে যায়, দৃষ্টিশক্তি অন্তর্দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ভোগবিলাসে মত্ত স্বার্থপর সংকীর্ণ জীবন থেকে আধ্যাত্মিকতার উদার হাতছানিতে দারিদ্রপীড়িত জীবনেও পরম শান্তির হাতছানি মেলে। এজন্য তরুণকুমার গোস্বামীর বইটি শুধুই জরুরি পাঠে সামিল করে না, অনন্য জীবনের হদিশেও অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে।

আধ্যাত্মিকতাতেই জীবনের পরম শান্তি
তরুণকুমার গোস্বামী
স্বর পাবলিকেশন
মূল্য ১০০ টাকা

